প্রকাশনায়:
মাকতাবাতুল মদীনা

# ফয়যানে মদীনা

আগস্ট ২০২৪

- মদীনা শরীফের ইতিহাস ও পবিত্র স্থানসমূহ
- দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত
- ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা
- হযরত সাফিয়্যাতুন বিনতে ইলইয়াস (চতুর্থ ও শেষ পর্ব)
- হযরত সাঈদ বিন ইয়াযীদ
- শিশুদের মধ্যে দ্বীনের প্রতি রুচি পাওয়ার প্রকার

Translated by:
Translation Department
(Dawat-e-Islami)

# ফয়যানে মদীনা

## আগস্ট ২০২৪

উপস্থাপনায় :

**অনুবাদ বিভাগ**

**দা'ওয়াতে ইসলামী**

প্রকাশনায় :

**মাকতাবাতুল মদীনা**

দা'ওয়াতে ইসলামী

দেখতে থাকুন

# মদীনা শরীফের ইতিহাস ও পবিত্র স্থানসমূহ

*মাওলানা মুহাম্মাদ আসিফ ইকবাল আত্তারী মাদানী*

পৃথিবীর অন্যতম মহান শহর মদীনা মুনাওয়ারায় এমন অনেক পবিত্র স্থান রয়েছে যা আপন উৎকর্ষতা ও ঐতিহাসিক স্মৃতির কারণে বরকত সম্পন্ন ও পবিত্র হয়েছে, ঈমানদারগণ ইসলামের শুরু থেকে তার প্রতি তাদের আকিদাকে প্রকাশ করেই চলেছে, এখানে কতিপয় পবিত্র স্থানের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

## জান্নাতুল বাক্বী

এটি মদীনা মুনাওয়ারা শহরের প্রাচীন ও বিখ্যাত এবং বরকতময় কবরস্থান যা মসজিদে নববীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর ইন্তেকালের পর দাফনের জন্য বিশেষ করে এটি নির্বাচিত করা হয়েছিলো, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে এই জায়গা বাছাই করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (মুস্তাদরাক, ৪/১৯১, হাদীস: ৪৯১৯) আরবীতে বৃক্ষযুক্ত ময়দানকে বাক্বী বলে। এই ময়দানে পূর্ব থেকেই গরকদ" বৃক্ষ ছিলো, এজন্যই এই জায়াগার নাম বাক্বীউল গরকদ" হয়েছে। (মিরআতুল মানাজীহ, ২/৫২৫) আরবের সাধারণ লোকেরা নিজেদের কবরস্থানকে জান্নাত বলে ডাকতো, এই জন্য জান্নাতুল বাক্বী বলে ডাকা হয়। (জোমজোয়ে মদীনা, ৫৯৮ পৃষ্ঠা) ইসলামের শুরুতে এর পরিধি কম ছিলো, প্রথম সম্প্রসারণ ঘটে

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র যুগে। তুর্কি শাসনামলে এর পরিধি ১৫০০ বর্গমিটার ছিলো পরবর্তীতে এর পরিধি আরো বৃদ্ধি পায় এবং এর পরিধি হয় প্রায় ৫৬০০০ বর্গমিটার। (জেজ্জুজোয়ে মদীনা, ৫৯৮ পৃষ্ঠা) এটি পৃথিবীর সর্বোত্তম কবরস্থান, এখানে প্রায় ১০ হাজার সাহাবায়ে কিরাম, পবিত্র আহলে বাইত, অসংখ্য তাবেয়ীনে কিরাম, তবে' তাবেয়ীনে কিরাম এবং আউলিয়ায়ে ইযাম ও অন্যান্য সৌভাগ্যবান মুসলমানদের দাফন হয়েছে।

(জান্নাতী জেওর ৩৯০, আশিকানে রাসূলের ১৩০ টি ঘটনাবলী, ২৬২)

এর মধ্যে কিছু প্রসিদ্ধ নাম হলো: আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গণি, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ইমাম হাসান মুজতবা, খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুয যাহরা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা এবং অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন, হযরত ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত হাসান বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِیۡن (ওয়াফা উল-ওয়াফা, ৩/১৪১১) মুহাজিরীনদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত ওসমান বিন মাযউন এবং আনসারের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আসাদ বিন যুরারাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন হন। (শরহে আবু দাউদ, ৫/২৭২) এক বর্ণনা অনুযায়ী, ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র মস্তক মোবারক জান্নাতুল বাক্বীর মধ্যে হযরত ফাতিমাতুয যাহরার পাশে দাফন করা হয়। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৫/১৮৪)

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকাংশ সময় জান্নাতুল বাক্বীতে তাশরীফ নিয়ে যেতেন: সেখানে দাফন কৃতদের জন্য এভাবে দোয়া করতেন: হে আল্লাহ পাক! বাক্বী বাসীদের ক্ষমা করে দাও।" (মুসলিম, ৩৭৬, হাদীস: ২২৫৫) কিয়ামতের দিন নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا 'র পর সর্বপ্রথমে এই কবর বাসীদের উঠানো হবে। (তিরমিযী, ৫/৩৮৮, হাদীস: ৩৭১২) হাদীসে পাকে জান্নাতুল বাক্বী সম্পর্কে এসেছে যে, এই কবর স্থান থেকে ৭০,০০০ এমন মানুষকে উঠানো হবে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/৬৮৬, হাদীস: ৫৯০৮) এই সুসংবাদও দেয়া হয়েছে : "যাকে আমার এই কবর স্থানে (জান্নাতুল বাক্বীতে) দাফন করা হবে আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" বা এটা ইরশাদ করেছেন: তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবো। (তারিখে মদীনা লিইবনে শিবাহ, ১/৯৭) মদীনার যাত্রীদের জন্য ওলামায়ে কেরাম বলেন: জান্নাতুল বাক্বীর কবর স্থানের যিয়ারত সুন্নাত। রওযা শরীফের যিয়ারত করে ঐখানে যাবেন, বিশেষ করে জুমার দিন।

(জান্নাতী যেওর, ৩৯০ পৃষ্ঠা)

## উহুদ পাহাড়

এটি একটি জান্নাতী পাহাড়, যা মদীনা শরীফের উত্তরে অবস্থিত। এর উচ্চতা ৩,৫৩৩ ফুট, এই পাহাড়ের পাদদেশে উহুদ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। অনেক হাদীসে পাকে সাওয়াব ও গুনাহের বর্ণনা করার জন্য এই পাহাড়ের উদাহরণ দেয়া হয়েছে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র

সাথে উহুদ পাহাড়ের মুহাব্বাত রয়েছে, এজন্য ইরশাদ করেছেন:

احد يحبنا و نحبه جبل من جبال الجنة

অর্থাৎ: উহুদ জান্নাতী পাহাড়, যে আমাকে ভালবাসে আমি তাকে ভালবাসি।" (মুজামে কবীর, ১৭/১৮, হাদীস: ১৯) একদিন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর ফারুকে আযম এবং হযরত উসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ উহুদ পাহাড়ের উপর ছিলেন হঠাৎ সে দুলতে লাগলো, তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان

হে উহুদ! শান্ত হও, তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক এবং দুজন শহীদ রয়েছে।"

(বুখারী, ২/৫২৭, হাদীস: ৩৬৮৬)

## উহুদ যুদ্ধের শহীদদের মাযার সমূহ

৩ হিজরীতে উহুদ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো, এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে ৭০ মুসলমান শহীদ হন, তাঁদের শাহাদাতের ৪৬ বছর পর উহুদ ময়দানের একটি খাল খনন করার সময় উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত কতিপয় শহীদদের কবর খুলে যায়। মদীনাবাসী ও অন্যান্য লোকেরা দেখলেন যে, শুহাদায়ে কিরামের কাফন সুরক্ষিত এবং শরীর সতেজ ছিল এবং যখন তারা তাঁদের হাত ক্ষত স্থানে রাখলেন তখন ক্ষত স্থান থেকে হাত উঠানো হলে তাজা রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। অতএব জানা গেল যে, তারা শান্তিতে ঘুমাচ্ছিলেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪/২৫২) কিতাবুল মাগাজি লিল-ওয়াকিদি, ১/২৬৭-দালাইলুন নবুওয়া লিল-বায়হাকী, ৩/২৯১) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি বছরের শুরুতে উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত শহীদদের (মাজার) কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং এভাবে সালাম আরয করতেন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের ধৈর্যের প্রতিদান তো পরবর্তী ঘর, কতইনা উত্তম পেয়েছো " (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩/৩৮১, হাদীস: ৬৭৪৫) ইমামুল মুহাদ্দিসিন হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: যে ব্যক্তি ঐ শুহাদায়ে উহুদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে এবং তাঁদেরকে সালাম দেয়, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের সালামের উত্তর দিতে থাকেন। (জযবুল কুলুব, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

## সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র মাযার

উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে শুহাদায়ে উহুদের মাযার সমূহে হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র পবিত্র মাযার ফয়যে আনওয়ার প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আশিকানে রাসূল অনেক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে এখানে উপস্থিত হন এবং অসংখ্য বরকত লাভ করেন। তিনি প্রিয় নবী হুযুর পূরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র প্রকৃত চাচা, দুগ্ধ ভাই, অত্যন্ত সাহসী বীর ছিলেন, আসাদুল্লাহ, আসাদুর রাসূল, ফায়েলুল খায়রাত, কাশিফুল কারাবাত এবং সায়্যিদুশ শুহাদা তাঁর উপাধি ছিলো, তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। (উসদুল গাবা,

২/৬৬, মারিফাতুস সাহাবা, ২/১৭) উহুদের ময়দানে একটি খাল খনন করার সময় দূভার্গ্যক্রমে বেলচা এসে তাঁর বরকতময় পায়ে লেগে যায় যার কারণে ক্ষত স্থান থেকে তাজা রক্ত বের হতে থাকে।

(তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৩/৭)

এই হলো ভালবাসার পবিত্র মদীনা শহরের কিছু সুগন্ধিময় কথাবার্তা ও কল্যাণময় আলোচনা অন্যথায় তার ফযীলত, বৈশিষ্ট্য, পূর্ণতা, গুণাবলী, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তো অসংখ্য। সেই শহরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে যার শান ও মহত্ব আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক বর্ণনা করেন, যার ফযীলত স্বয়ং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র যবানে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন, যার ভালবাসায় সারা দুনিয়ার আশিকানে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যাকুল হয়ে যায়, যেখানে পৌঁছে মুহাব্বাতকারীর চোখ থেকে খুশির অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং বিদায়ের সময় বিরহের অশ্রু প্রবাহিত হয়, যার দরজা দেয়াল এবং প্রতিটি ধূলি কণা চুম্বন করতে মন চায়, যার মাটিকে চোখের সুরমা বানানো হয়, যার মুহাব্বাত ও ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে ঢেউ খেলে, যেখানে জীবন অতিবাহিত করতে মন চায় এবং মৃত্যু বরণের ইচ্ছা পোষণ করা হয়। মোটকথা এই মদীনা শরীফ আল্লাহ পাক ও সৃষ্টির অন্যতম প্রিয় একটি স্থান আর এর কারণ এটাই যে, এটি আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর পূরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র পবিত্র শহর, যেখানে তিনি তাশরীফ এনেছেন, আশিকে রাসূল আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِی বলেন:

**মদীনা ইসলিয়ে আত্তার জানও দিল সে হে পিয়ারা**
**কেই রেহতে হে মেরে আকা মেরে দিলবর মদীনে মে।**

(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

সারমর্ম এটাই যে, মদীনা মুনায়ারা যেন উভয় জগতের মুকুট, আশিক বলেন:

**ওহ মদীনা জো কাউনাইন কা তাজ হে**
**জিস কা দীদার মুমিন কা মেরাজ হে**
**যিন্দেগী মে খোদা হার মুসলমান কো**
**ওহ মদীনা দেখা দে তো কিয়া বাত হে।**

এসো হাদীসে রাসূল শুনি

# বড়দের সম্মান করুন

*মাওলানা মুহাম্মদ জাভেদ আত্তারী মাদানী*

মক্কী মাদানী আক্বা, হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

অর্থাৎ যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী, ৩/৩৬৯, হাদীস ১৯২৬)

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এরূপ হাদীসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমার দল বা আমার পদ্ধতি বা আমার প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা আমি তার প্রতি অসন্তুষ্টি, সে আমার প্রিয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়, এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সে আমার উম্মত বা আমার মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (দেখুন: মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫৬০)

প্রিয় বাচ্চারা! আমাদের প্রিয় দ্বীন, দ্বীনে ইসলাম আমাদেরকে প্রতিটি পর্যায়ে প্রশিক্ষন দেয় এবং সমাজে মানুষের সাথে আমাদের চলাফেরা কেমন হওয়া উচিত? এ ব্যাপারেও আমাদের নির্দেশনা প্রদান করে। নিঃসন্দেহে প্রতিটি মানুষের স্বভাবে এটা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, তার সাথে ভাল আচরন করা হোক, তাকে সম্মান করা হোক, মানুষের সামনে ভালভাবে ডাকা হোক ইত্যাদি সে পছন্দ করে।

প্রিয় বাচ্চারা! তাই আপনাদেরও উচিত যে, আপনাদের চেয়ে বয়সে বা জ্ঞানে যারা বড়, তাদের সম্মান করা, সুন্দর পদ্ধতি ও উত্তম শব্দাবলি দ্বারা তাদের ডাকা, তাদের সাথে আদব ও সম্মানজনক আচরণ করা, বেআদবী, অসদাচারন এবং গালিগালাজ কখনোই কারো সাথে করবেন না।

অনুরূপভাবে আপনাদের উচিত যে, যারা বয়সে আপনাদের চেয়ে ছোট, হাদীসে পাকের উপর আমল করে তাদের স্নেহ ও মমতা এবং প্রেম ও ভালবাসা সুলভ আচরন করা, তাদেরকে বিনা কারণে মারা, ভয় দেখানো এবং ধমক দেয়া থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে হাদীসে মুবারাকার উপর আমল করার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

# দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

### (১) কর্মচারির প্রতি ছুটি বা দেরীর কারণে আর্থিক জরিমানা লাগানো করা কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ফ্যাক্টরীতে এমন হয়, যদি কর্মচারি বৃহস্পতি বা শনিবার না জানিয়ে ছুটি করে তবে তার দুই দিনের বেতন কর্তন করা হয়, অনুরূপভাবে যদি ক্লাসে তিন মিনিটের বেশি দেরিতে যায় বা হাজিরীর সময় দুই তিন মিনিট দেরী হয় এবং এরূপ এক মাসে চারবার হয় তবে পুরো একদিনের বেতন কেটে নেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের এই বেতন কাটা এবং এই শর্তে ইজারা করা শরয়ীভাবে জায়িয কিনা?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থা অনুযায়ী কোনও প্রতিষ্ঠান বা ফ্যাক্টরীর মালিকদের একদিন ছুটির জন্য দুই দিনের বেতন কাটা বা কয়েক মিনিট দেরির জন্য পুরো দিনের বেতন কেটে নেওয়া অন্যায়, নাজায়িয এবং গুনাহ, কেননা এটি আর্থিক জরিমানার একটি রূপ এবং আর্থিক জরিমানা রহিত, যার উপর আমল করা হারাম। এছাড়াও চুক্তিতে এই শর্তগুলো রাখাও নাজায়িয, যার ফলে চুক্তিই বাতিল হয়ে যাবে এবং আবশ্যক যে, এই চুক্তি শেষ করে নাজায়িয শর্তগুলো বাদ দিয়ে নতুনভাবে চুক্তি করা।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## (২) দোয়ায়ে কুনুতের জন্য রুকু থেকে কিয়ামে ফিরে আসা কেমন?

ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, যদি কেউ বিতরের নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়তে ভুলে যায় এবং রুকুতে গিয়ে মনে পড়ে যে, দোয়ায়ে কুনুত পড়া হয়নি, তাহলে তার জন্য হুকুম কি? যদি সে দাঁড়িয়ে দোয়ায়ে কুনুত পড়ে নেয় অতঃপর রুকু করে নামায শেষ করে এবং শেষে সাহু সিজদা করে, তাহলে সেই অবস্থায় নামাযের কি বিধান হবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

যদি কেউ বিতরের নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়তে ভুলে যায় এবং রুকুতে গিয়ে মনে পড়ে, তাহলে তার জন্য বিধান হল যে, সে দোয়ায়ে কুনুত পড়ার জন্য পুনরায় দাঁড়াবে না এবং রুকুতেও দোয়ায়ে কুনুত পড়বে না। বরং দোয়ায়ে কুনুত পড়া ছাড়াই নামায সম্পূর্ণ করবে এবং শেষে সাহু সিজদা করবে। যদি সে দাঁড়িয়ে দোয়ায়ে কুনুত পড়ে অতঃপর রুকু করে নামায সম্পন্ন করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং ঐ বিতরের নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে, সে সাহু সিজদা করুক বা না করুক; কারণ এই অবস্থায় পুনরায় রুকু করার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদা বিলম্বিত হয়েছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে রুকন বিলম্বিত করার কারণে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব হয়, সাহু সিজদা যথেষ্ট নয়।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## (৩) হিফযে কুরআনের মান্নত কি পূরণ করা ওয়াজিব?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীন ও মুফতীয়ে শরয়ে মতীন এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, এক ব্যক্তি মান্নত করলো যে, আমার কাজ হয়ে গেলে তবে আমি কুরআনে পাক হিফয করবো অতঃপর সেই কাজ হয়ে গেলো, তবে এখন এই মান্নতের বিধান কি?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় মান্নত ওয়াজিব হবে না এবং তা পূরণ করাও ওয়াজিব হবে না, কেননা সম্পূর্ণ কুরআন হিফয করা ফরযে কেফায়া আর যেই আমল পূর্ব থেকেই ফরযে আইন বা ফরযে কেফায়া, তার মান্নত করাতে মান্নত আবশ্যক হয়না তবে কুরআন হিফয করা খুবই উত্তম ইবাদত, তো তা পূরণ করা খুবই ভাল ও উত্তম।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## (৪) ঘরের দেয়ালে প্রাণীর ছবি লাগানো কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, অনেকে ঘরের সৌন্দর্য্যের জন্য দেয়ালে বাঘ, ঘোড়া এবং অন্যান্য প্রাণীর ছবি লাগিয়ে থাকে, যাতে এই প্রাণীগুলোর আকৃতি স্পষ্ট হয়ে থাকে, এমন ছবি লাগানো কি জায়িয?

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ঘরের দেয়ালে প্রাণীর এমন ছবি লাগানো যে, যাতে তাদের আকৃতি স্পষ্ট হয়, নাজায়িয ও গুনাহ এবং ঘরে রহমতের ফেরেশতা আসার প্রতিবন্ধক: কেননা দেয়ালে কোন প্রাণীর ছবি লাগানো মূলত সেই ছবির সম্মান করা আর পবিত্র শরীয়তে কোন প্রাণীর ছবি নিজে বানানো, অন্য কাউকে দিয়ে বানানো এবং তা সম্মানজনক স্থানে রাখাকে হারাম বলেছে।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

## (৫) কয়েকটি তাওয়াফের পর সবশেষে সবগুলোর নামাযে তাওয়াফ পড়া কেমন?

প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীনি ও মুফতীয়ে শরয়ে মতীন এই মাসআলার ব্যাপারে কী বলেন যে, আমি কিছুদিন পূর্বে ওমরায় গিয়েছিলাম, সেখানে আমি একরাতে লাগাতার অনেক তাওয়াফ করেছি, কিন্তু প্রতিটির পর নামাযে তাওয়াফ পড়ার পরিবর্তে সবশেষে প্রতিটি তাওয়াফের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে দুই দুই রাকাত আদায় করেছি। নির্দেশনা দিন যে, আমার এভাবে একটি নামাযে তাওয়াফ আদায় না করে লাগাতার কয়েকটি নামাযে তাওয়াফ আদায় করা কেমন এবং সেই তাওয়াফ কি সঠিক হবে নাকি হবে না?

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَھَّابِ اَللّٰھُمَّ ھِدَایَۃَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

বর্ণনাকৃত অবস্থায় আপনার সকল তাওয়াফের নামায শেষে আদায় করা মাকরূহে তানযিহী ছিলো, তবে তাওয়াফ সঠিক হয়ে গেছে।

## এই মাসআলার বিবরণ:

এই মাসআলার বিস্তারিত বিবরন হলো যে, প্রতি তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায পড়া ওয়াজিব, হোক সেই তাওয়াফ ফরয, ওয়াজিব বা নফল, তবে তাওয়াফের পরপরই নামাযে তাওয়াফ পড়া ওয়াজিব নয়, কিন্তু সুন্নাত হলো যে, মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে (অর্থাৎ যেই সময়ে নফল নামায পড়া জায়িয) তবে সাথে সাথে নামায পড়ে নিন, যদি কোন ব্যক্তি কয়েকটি তাওয়াফ একসাথে করে নিলো এবং মধ্যখানে প্রত্যেকটির নামায পড়লো না, তার এরূপ করা মাকরূহে তানযিহী, তবে তাওয়াফ হয়ে গেলো এবং যতটি তাওয়াফ করেছে, মাকরূহ সময় ব্যতীত অন্য সময়ে সবকটির আলাদা আলাদা দুই রাকাত নামায আদায় করা আবশ্যক, কিন্তু যদি এমন সময় তাওয়াফ শেষ করলো যে, তখন মাকরূহ সময়, তবে এবার দ্বিতীয় তাওয়াফ করা মাকরূহবীহিন জায়িয, যতগুলো তাওয়াফ এই সময়ে করবে, মাকরূহ সময় ব্যতীত সবগুলোর নামায আলাদা আলাদা ভাবে পড়ে নিবে।

وَاللّٰہُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُہٗ اَعْلَم صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

# ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা

*মুফতি মুহাম্মাদ হাশিম খান আত্তারী মাদানী*

## ১) অ্যালোভেরা Aloe vera খাওয়া বা তার রস পান করা কেমন?

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, অ্যালোভেরা Aloe vera খাওয়া বা তার রস পান করা কি হালাল?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

অ্যালোভেরা Aloe vera জমিন হতে উৎপাদিত সবজি সমূহের একটি প্রকার, যার পাতা লাম্বা, মোটা ও তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে এবং তার থেকে একটি আঠালো পদার্থ বের হয়, তা খাওয়া ও তার রস পান করা হালাল।

(ক) শরীয়তের পরিভাষায় যে সব বস্তুর নিষেধাজ্ঞা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং তার হারাম ও নিষেধের ক্ষেত্রে শরয়ী দলিল সুস্পষ্ট, শুধু তাই হারাম ও নিষিদ্ধ বাকি সব বস্তু হালাল ও বৈধ আর অ্যালোভেরা হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন শরয়ী সুস্পষ্ট দলিল নেই সুতরাং কুরআন হাদীসে এর হারাম হওয়ার বিষয়ে কোন দলিল না থাকাটাই তার হালাল হওয়ার দলিল।

(খ) উদ্ভিদ সম্পর্কে শরয়ী মূলনীতি হলো এটাই যে, জমি থেকে উৎপাদিত ঐ সকল উদ্ভিদ যা নেশা যুক্ত ও বিষাক্ত এবং ক্ষতিকর নয় তা আহার করা জায়েয। আর অ্যালোভেরায় না নেশা আছে না বিষাক্ত কিছু আছে না ক্ষতিকর কিছু আছে, সুতরাং তা খাওয়া জায়েয, চিকিৎসকরা এর অনেক উপকারিতা বর্ণনা করেছেন।

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## ২) অপবিত্র অবস্থায় গ্লাস টেপ লাগিয়ে আয়াত স্পর্শ করা কেমন?

**প্রশ্ন:** ওলামায়ে কেরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, যদি কোন পুস্তিকা ও কিতাবের মধ্যে কুরআনের আয়াত বা তার অনুবাদ বিদ্যমান থাকে তাহলে অপবিত্র অবস্থায়

তার উপর গ্লাস টেপ লাগিয়ে তা স্পর্শ করতে পারবে ?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

শরয়ী আইন অনুযায়ী হুকুম এটাই যে, অপবিত্র অবস্থায় কুরআনে পাকের আয়াত বা তার অনুবাদকে কোন কিছুর অন্তরাল ছাড়া স্পর্শ করা নাজায়িয ও হারাম, যদিও এই আয়াত পবিত্র কুরআনের পান্ডুলিপিতে হোক বা পবিত্র পান্ডুলিপি ছাড়া অন্য কোন কিছুতে যেমনঃ দরজায়, কিতাবে বা পুস্তিকায় ইত্যাদিতে হোক, আয়াতের উপর গ্লাস টেপ লাগিয়ে দেয়ার দ্বারা এই টেপ প্রতিবন্ধকতা হতে পারে না কারণ এই টেপ আয়াতের সাথে লেগে তার অধিনে হয়ে যায়, আর এই দু'টি (আয়াত ও টেপ) বস্তু মিলে একই হয়ে যায়, অথচ অন্তরালের জন্য আবশ্যক হলো যে, উভয়ে (স্পর্শকারী ও আয়াত) কেউ কারো অধিনে না হওয়া, এর উদাহরণ ফুকাহায়ে কেরামের বর্ণনাকৃত এই মাসলা যে, কুরআনে পাককে এমন গিলাপের (জুযদানের) সাথে স্পর্শ করা জায়েয নেই, যা কুরআনে পাকের পান্ডুলিপিতে সাথে সেলাই করে দেয়া হয়েছে, এই জুযদান ও কুরআনের পাকের বস্তু একই হয়ে থাকে, যখন সেলাইকৃত জুযদান ঐ বস্তুর ন্যায় হয়ে যায় তখন আয়াতে কারীমার সাথে পূর্ণাঙ্গ ভাবে সংযুক্ত গ্লাস টেপ মূলত পূর্বের ক্যাটাগরিতে বিবেচিত হবে।

وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

# হযরত মায়্যিদুনা ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام

(চতুর্থ ও শেষ পর্ব)

মাওলানা আদনান আহমদ আত্তারী মাদানী

**বাদশাহের নামে বার্তা:** লোকেরা বাদশাহকে বললো: তুমি (হযরত) ইলইয়াসকে হত্যা করোনি, এই কারণে তোমার প্রতি বাআল অসন্তুষ্ট হয়েছে। বাদশাহ উত্তরে বললো: আমি আমার খোদাকে সন্তুষ্ট করবো। তারপর বাদশাহ তার ৪০০ দূতকে অন্যান্য মিথ্যা উপাস্যদের কাছে পাঠালো, যাতে তারা সেখানে গিয়ে ছেলের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করে। যখন এ লোকেরা সেই পাহাড়ের নিকট পৌঁছলো যেখানে হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام বসবাস করতেন, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাকে পাহাড় থেকে নেমে আসার নির্দেশ দেওয়া হলো। তিনি পাহাড় থেকে নেমে এলেন। তারপর যখন তাদের সাথে দেখা হলো, তিনি বললেন: আমাকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন, হে লোকেরা! মনোযোগ দিয়ে আল্লাহ পাকের বার্তা শুনো এবং তোমাদের বাদশাহ পর্যন্ত এই বার্তাটি পৌঁছে দিও। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: "তুমি কি জানো না যে, আমিই বনী ইসরাইলের একমাত্র খোদা, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের রিযিক দিয়েছেন, আমিই তাদের জীবন ও মৃত্যু দিই। তোমার অজ্ঞতা ও মূর্খতা তোমাকে এই কাজে প্ররোচিত করেছে আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করতে। আমি তোমার ছেলেকে অবশ্যই মৃত্যু দান করবো যাতে তুমি বুঝতে পারো যে, আমি ছাড়া কেউই কোনো কিছুর মালিক নয়।" আল্লাহ পাকের এই বার্তা শুনে তাদের অন্তরে হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর ভয় ও মহিমা বসে গেলো। অবশেষে তারা বাদশাহের নিকট ফিরে গিয়ে তাকে জানালো: হযরত ইলইয়াস পাহাড় থেকে নেমে এসেছেন। তার উচ্চতা লম্বা এবং শরীর পাতলা, ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ ছিল। (নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব, ১৪/১৭) তিনি পশমের জুব্বা পরেছিলেন এবং একটি চাদর বুকে ঝুলানো ছিল। তার ভয় ও মহিমা আমাদের অন্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের ভাষা বন্ধ

হয়ে গিয়েছিল। তিনি একা ছিলেন এবং আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু তবুও আমরা না তার সাথে কথা বলতে পারছিলাম, না তার চোখে চোখ রাখতে পারছিলাম। তারপর হযরত ইলইয়াসের বার্তা রাজাকে শুনিয়ে দিল।

**বাদশাহর ধোঁকা ও প্রতারণা:** বাদশাহ বলল: এখন কোনো ধোঁকা ও প্রতারণা করে হযরত ইলইয়াসকে বন্দী করতে হবে। তাই বাদশাহ ৫০ জন অত্যন্ত শক্তিশালী লোককে নির্বাচন করল এবং তাদের ধোঁকা ও প্রতারণার কৌশল শিখিয়ে পাঠিয়ে দিল। এই লোকেরা পাহাড়ে পৌঁছে সবাই আলাদা হয়ে গেল। তারপর হযরত ইলইয়াসকে ডাকতে লাগল: হে আল্লাহর নবী! আমাদের সামনে এসে যান। আমরা এবং আমাদের বাদশাহ আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। জাতি আপনাকে সালাম বলছে। আপনার প্রতিপালকের বার্তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। আমরা আপনার নেকীর দাওয়াত গ্রহণ করছি। আমাদের কাছে আসুন। আপনি আমাদের প্রতিপালকের রাসূল ও নবী। আমাদের কাছে এসে সৎ কাজের আদেশ দিন। আমরা আপনার আনুগত্য করব। আপনি যেসব বিষয় থেকে আমাদের বিরত রাখবেন, আমরা সেসব থেকে বিরত থাকব। এই লোকেরা এভাবেই ধোঁকা ও প্রতারণা করে হযরত ইলইয়াসকে খুঁজতে ও ডাকতে থাকল।

**প্রতারণার পর্দা ফাঁস:** তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাদের কথা শুনে তাদের ঈমান আনার আশায় মুগ্ধ হলেন। তিনি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করলেন: হে আল্লাহ! যদি এরা সত্যি হয়, তাহলে আমাকে অনুমতি দাও যে, আমি তাদের সামনে আসি। আর যদি এরা মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে আমাকে তাদের থেকে মুক্তি দাও এবং তাদের ওপর আগুন নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে দাও। তাঁর দোয়া কবুল হল এবং একটি আগুন নেমে এলো যা তাদের সবাইকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

(নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব, ১৪/১৮)

**বাদশাহের দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র:** বাদশাহের কাছে তাদের মৃত্যুর খবর পৌঁছলো, কিন্তু নিজের একগুয়েঁ মনোভাব থেকে ফিরে এলো না এবং প্রতারণার অন্য ষড়যন্ত্র শুরু করলো। যার মাধ্যমে হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام কে তার বন্দী বানানো যায়। বাদশাহ পুনরায় ৫০ জনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী লোকদের নির্বাচন করে তাদের ধোঁকা ও প্রতারণার পথ শিখিয়ে প্রেরণ করলো পাহাড়ের দিকে। এই লোকেরা পাহাড়ের নিকট পৌঁছে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে বলতে লাগলো: "হে আল্লাহ পাকের নবী! আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই, আমরা পূর্বের লোক নয়, পূর্বের লোকেরা মুনাফেক ছিল তারা আপনার এবং আমাদের বিরুদ্ধে হিংসা করতো। আমরা তাদের সম্পর্কে জানতাম না, যদি তাদের সম্পর্কে জানতাম তবে আমরা নিজেরাই তাদের হত্যা করে দিতাম। আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের মন্দ নিয়্যতের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তাদের থেকে আমাদের ও আপনার প্রতিশোধ নিয়েছেন।

**ষড়যন্ত্র উল্টে গেল:** তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাদের কথা শুনে আবারো আল্লাহ পাকের দরবারে ঐ দোয়াই করলেন: "হে আল্লাহ! যদি এই লোকেরা সত্যবাদী হয়, তবে তুমি আমাকে অনুমতি দাও যে, আমি তাদের সম্মুখে আসি। যদি তারা মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তুমি আমাকে তাদের থেকে মুক্তি দাও এবং তাদের উপর আগুন নিক্ষেপ করে তাদেরকে পুড়িয়ে দাও।" আল্লাহ তাদের উপর আগুন বর্ষন করলেন, যার ফলে সবাই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। অপরদিকে বাদশাহের ছেলের কষ্ট আরো বেড়ে গেল।

**বাদশাহের নতুন ষড়যন্ত্র:** যখন বাদশাহ জানলো যে, তার প্রেরিত মানুষগুলি আবারো ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তার রাগ আরো বেড়ে গেল। সে নিজেই হযরত ইলইয়াসকে অনুসন্ধানে যেতে চাইলো, তবে তার ছেলের অসুস্থতার কারণে থেমে গেল। অবশেষে প্রতারণার নতুন জাল বুনলো, সে হযরত ইলইয়াসের প্রতি ঈমান এনেছে এরূপ একজন মুমিনের প্রতি মনোনিবেশ করলো এবং তাকে নিশ্চিত করতে বললো: "হযরত ইলইয়াসের নিকট যাও এবং বলো যে, বাদশাহ এবং তার জাতি তাওবা করেছে ও লজ্জিত হয়েছে আর এও বলো যে, আমরা আমাদের মিথ্যা মাবুদদের ত্যাগ করেছি। আমাদের তাওবা তখনই সত্য হবে যখন হযরত ইলইয়াস আমাদের নিকট আসবেন এবং মন্দ বিষয় থেকে বাধা দিবেন এবং ঐ বিষয় জানাবেন যা দ্বারা আমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারব। আমরা আমাদের মাবুদদের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি, যখন হযরত ইলইয়াস আসবে তখন তিনিই তার হাতে এই মাবুদদের আগুন লাগিয়ে দিবেন। এরপর বাদশাহ নির্দেশ দিলো যে, সবাই তাদের মাবুদদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।

(নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব, ১৪/১৮-১৯)

**হযরত ইলইয়াস শাহী দরবারে:** সেই মুসলিম পুরুষটি পাহাড়ে উঠে গেল এবং হযরত ইলইয়াসকে ডাকতে লাগল। হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام সেই মুসলিম পুরুষের আওয়াজ চিনতে পারলেন এবং তার সাথে দেখা করার আগ্রহ সৃষ্টি হল। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অহি এল: তোমার নেককার ভাইয়ের নিকট যাও এবং তার সাথে দেখা কর। অতএব তিনি সেই মুসলিমের সামনে প্রকাশিত হলেন, সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলেন: কি খবর? মুসলিম পুরুষটি বলল: অত্যাচারী বাদশাহ এবং তার সম্প্রদায় আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। আমি ভয় পাচ্ছি যে, যদি একা ফিরে যাই তবে তারা আমাকে হত্যা করবে। এখন আপনি আমাকে নির্দেশ দিন যে, আমি কি করব, একা চলে যাব আর মারা যাব, নাকি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার সাথে থেকে যাবো? হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অহি নাযিল হল: এই পুরুষের সাথে চলে যাও, বাদশাহর কাছে তার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে, আমি বাদশাহর পুত্রের কষ্ট বাড়িয়ে দিবো, বাদশাহ অন্য দিকে মনোযোগ দিতে পারবে না এবং তার পুত্রকে কঠিন মৃত্যু দিবো। তারপর তুমি সেখানে থেকো না এবং ফিরে এসো। হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام

সেই মুসলিম পুরুষের সাথে চলে গেলেন। যখন বাদশাহর সামনে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ পাক বাদশাহর পুত্রের কষ্ট বৃদ্ধি করে দিলেন এবং সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। বাদশাহ এবং তার সকল দরবারীদের মনোযোগ হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام থেকে সরে গেল। এভাবে তিনি আল্লাহর রহমতে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরে এলেন এবং সেই মুসলিম পুরুষের জীবনও রক্ষা পেল।

(নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব, ১৪/২০)

**বিবি মা'তা নবীর খেদমতের সৌভাগ্য পেলো:** এরপর পাহাড়ে বসবাস করার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে, তখন তিনি পাহাড় থেকে নিচে নেমে এলেন এবং বনী ইসরাইলের একজন মা'তা নামক মুমিনা মহিলার বাড়িতে পৌঁছলেন। এই মুমিনা মহিলা হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এর মা ছিলেন। যেদিন হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام তার বাড়িতে পৌঁছলেন, সেদিনই হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্ম হল। বিবি মা'তা হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর খেদমত ও সম্মানে কোনো ত্রুটি রাখলেন না। ৬ মাস ধরে হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام (বাদশাহ ও তার সৈন্যদের থেকে লুকিয়ে) বিবি মা'তার বাড়িতে অবস্থান করলেন। এরপর তিনি আবার পাহাড়ে ফিরে যাওয়া পছন্দ করলেন। (নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব, ১৪/২০)

**হযরত ইউনুস নতুন জীবন পেলেন:** হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام পাহাড়ে চলে গেলেন। কিছু দিন পর হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এর ইন্তিকাল হয়ে গেল, তাঁর মা বিবি মা'তা গভীর মর্মাহত হয়ে গেলেন এবং অবশেষে হযরত ইলইয়াসের সন্ধানে বের হলেন। পাহাড়ে ঘুরতে লাগলেন এবং আল্লাহর নবী হযরত ইলইয়াসকে খুঁজতে লাগলেন। এমনকি একদিন তিনি হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام কে খুজেঁ পেলেন। তিনি বললেন: আমার ছেলে ইউনুস মারা গেছে এবং আমার আর কোনো সন্তান নেই। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমার ছেলেকে জীবিত করে দেন এবং আমার এই কষ্ট দূর করেন। আমি তাকে একটি কাপড়ে মুড়িয়ে রেখেছি এবং এখনও দাফন করিনি। হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় আমি তা-ই করি এবং তোমার ছেলের জন্য দোয়া করার কোনো নির্দেশ পাইনি। এ কথা শুনে মমতাময়ী মা বিবি মা'তা প্রচণ্ড কান্না শুরু করলেন এবং মিনতি করতে লাগলেন। তা দেখে হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার ছেলে কখন মারা গেছে? বিবি মা'তা উত্তর দিলেন: সাত দিন হয়েছে। হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام বিবি মা'তার সাথে রওনা হলেন এবং সাত দিন পর তাদের বাড়িতে পৌঁছলেন। তখন হযরত ইউনুস عَلَيْهِ السَّلَام এর ইন্তিকাল হয়েছে ১৪ দিন হয়ে গেছে। আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইলইয়াস অযু করে নামায পড়লেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলে তখন দোয়ার বরকত প্রকাশ পেল এবং হযরত ইউনুস জীবিত হয়ে গেলেন। অতঃপর হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام আবারো পাহাড়ে ফিরে গেলেন।

(তাফসীরে বাগভী, ৪/৩৩, আসসাফাত: ১২৩)

**হযরত ইয়াসাকে উত্তরাধিকার দেওয়া হলঃ** যখন সম্প্রদায় তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করল এবং কুফর ছাড়ল না আর তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল না বরং শয়তানের সাথে তাদের সম্পর্ক বজায় রাখল, তখন হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর নিকট সম্প্রদায়ের উপর আযাব আনার জন্য দোয়া করে দিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং ইরশাদ করলেনঃ অমুক দিনের জন্য অপেক্ষা করো, যখন সেই দিন আসবে তখন অমুক স্থানে চলে যেও। সেখানে একটি বস্তু তোমার নিকট আসবে, তাতে আরোহন হয়ে যেও। যখন নির্দিষ্ট দিন এল, তখন হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام হযরত ইয়াসা عَلَيْهِ السَّلَام কে সাথে নিয়ে সেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলেন যেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেখানে একটি লাল রঙের ঘোড়া এল। হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام সেই ঘোড়ায় আরোহন হয়ে গেলেন আর ঘোড়া তাঁকে নিয়ে চলতে লাগলো। পেছন থেকে হযরত ইয়াসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেনঃ আমার সম্পর্কে নির্দেশ কী? হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর চাদর হযরত ইয়াসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দিকে ছুঁড়ে দিলেন। এটি এই বিষয়ের নিদর্শন ছিলো যে, হযরত ইয়াসা এখন জীবিত বেঁচে যাওয়া বনী ইসরাইল জাতির মধ্যে হযরত ইলইয়াসের উত্তরাধিকারী হবেন। (নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব, ১৪/২৩) হযরত ইয়াসা عَلَيْهِ السَّلَام কে তাঁর পরে নবুয়ত দান করা হলো। (মুস্তাদরাক, ৩/৪৭০, হাদীস ৪১৭৫)

**সম্প্রদায়কে শাস্তি দেওয়া হলঃ** আল্লাহ পাক বাদশাহ আ'জাব এবং তার সম্প্রদায়ের উপর তাদের এক শত্রু বাদশাহকে চাপিয়ে দিলেন। বাদশাহ এবং তার সম্প্রদায় বুঝতেও পারল না যে, শত্রুর সেনাবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলেছে। বাদশাহকে একটি বাগানে হত্যা করে দিলো এবং তার মৃতদেহ সেখানেই পড়ে রইল যতক্ষণ না তা পঁচে গিয়ে হাড়গোড় ছড়িয়ে পড়ল।

(নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব, ১৪/২৩)

হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام ১০ বছর ধরে এক গুহায় লুকিয়ে ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ পাক সেই বাদশাহকে ধ্বংস করলেন এবং তার স্থানে নতুন বাদশাহ নিয়োগ করলেন। হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام নতুন বাদশাহর নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাকে আল্লাহর একত্ববাদের উপর ঈমান আনার দাওয়াত দিলেন তখন বাদশাহ ঈমান গ্রহণ করলেন এবং তার সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশও ঈমান গ্রহণ করলো। দশ হাজার লোক ঈমান আনেনি, বাদশাহ তাদের সকলকে হত্যা করিয়ে দিলেন। (জল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১/৪৪৩)

**হযরত ইলইয়াস এখনও জীবিত আছেনঃ** একটি বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি (অন্তিম সময়ে) অসুস্থ হলেন, তখন কান্না শুরু করলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি এলঃ দুনিয়া থেকে পৃথক হওয়ার জন্য কাঁদছো নাকি মৃত্যুর ভয় পাচ্ছো, নাকি আগুনের ভয় পাচ্ছো? তিনি উত্তর দিলেনঃ তোমার মর্যাদা ও মহিমার শপথ! এই কারণে কাঁদছি না। আমার ভয় তো এই কারণে যে, আমার পরে তোমার হামদকারী বান্দা তোমার হামদ ও প্রশংসা করবে এবং আমি তোমার যিকির করতে পারব না,

আমার পরে রোযা রাখার লোক রোযা রাখবে, আমি রোযা রাখতে পারব না, আমার পরে নামায পড়ার লোকেরা নামায পড়বে আমি নামায পড়তে পারব না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: হে ইলইয়াস! আমার মর্যাদা ও মহিমার শপথ! আমি তোমাকে ততদিন পর্যন্ত জীবন দিচ্ছি যতদিন পর্যন্ত আমার যিকির করার কেউ থাকবে না, অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত।

(আল জামেউল আহকামুল কুরআন, কুরতুবী, ৮/৮৫, আসসাফাত: ১২৩)

**ওফাত:** হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام বন এবং মাঠে ভ্রমণ করতে থাকেন এবং পাহাড় এবং মরুভূমিতে একাকী আপন প্রতিপালকের ইবাদতে লিপ্ত থাকেন এবং শেষ জামানায় ওফাত বরণ করবেন। (আজায়িবুল কুরআন, ২৯৪ পৃষ্ঠা। মুস্তাদরাক, ৩/৪৭০, হাদীস ৪১৭৫। যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ৭/৪০৩)

কিছু সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকেন এবং তাঁর থেকে ফয়েযও লাভ করে থাকেন। দু'টি ঘটনা লক্ষ্য করুন:

**বিয়ে করে নাও:** এক ব্যক্তি ভ্রমণে থাকতো তখন তার সাক্ষাৎ হল হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে। তিনি তাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন: বিয়ে না করার চেয়ে অধিক উত্তম যে, তুমি বিয়ে করে নাও। (ইত্তিহাফ, ৬/১১৬)

**আবদালের সংখ্যা:** আল্লামা হাফিয ইবনে আসাকির শাফেয়ী (ওফাত: ৫৭১ হিজরী) তার কিতাব তারিখে ইবনে আসাকির এ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, এক ব্যক্তি জর্দানের উপত্যাকা দিয়ে যাচ্ছিলো, সেখানে সে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলো। সেই ব্যক্তির উপর রোদে একটি মেঘ ছায়া দিচ্ছিল। ওই ব্যক্তি নিশ্চিত হলো যে, ইনি হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام, সেই ব্যক্তি সালাম দিলো, অজ্ঞাত ব্যক্তি নামায শেষ করে তার সালামের উত্তর দিলো। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো: আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! আপনি কে? অজ্ঞাত ব্যক্তি কোনো উত্তর দিলো না। দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করলে অজানা ব্যক্তি বললো: আমি হলাম ইলইয়াস নবী। এ কথা শুনেই ঐ ব্যক্তি ভয়ে কাঁপতে লাগলো এবং তার মনে হলো তার বোধশক্তি হারিয়ে যাবে। সে বললো: আমার জন্য দোয়া করুন যাতে আমার এই অবস্থা ঠিক হয় এবং আমি আপনার থেকে উপকৃত হতে পারি। হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাককে ৮টি ভিন্ন নামে ডাকলেন তখন সেই ব্যক্তি আগের অবস্থায় ফিরে এলো, এবার সেই ব্যক্তি হযরত ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَام কে কিছু প্রশ্ন করলো, যার উত্তর তিনি এভাবে দিলেন:

**প্রশ্ন:** এখনো কি আপনার উপর অহি অবতীর্ণ হয়?
**উত্তর:** যখন থেকে শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমন হলো, অহি আসেনি।

**প্রশ্ন:** কতজন নবী জীবিত আছেন?
**উত্তর:** চারজন! আমি এবং হযরত খিযির জমিনে আর হযরত ইদ্রিস এবং হযরত ঈসা আকাশে (عَلَيْهِمُ السَّلَام)।

**প্রশ্নঃ** আপনার কি হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام 'র সাথে সাক্ষাৎ হয়?

**উত্তরঃ** হ্যাঁ, প্রতি বছর আরাফাত এবং মিনায়।

**প্রশ্নঃ** আপনাদের উভয়ের মাঝে কি আলোচনা হয়?

**উত্তরঃ** আমি তাঁর থেকে কিছু জেনে নিই আর তিনি আমার থেকে কিছু জেনে নেন।

**প্রশ্নঃ** কতজন আবদাল আছেন?

**উত্তরঃ** ৬০ জন। মিশরের উপরের অঞ্চল থেকে ফুরাত নদীর তীর পর্যন্ত ৫০ জন, ৭ জন আরবের শহরগুলোতে, ২ জন মাসিসাতে আর ১ জন আনতাকিয়া শহরে, তাঁদের উসিলায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়, শত্রুদের উপর বিজয় দেওয়া হয়, আল্লাহ তাদের উসিলায় পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা বজায় রেখেছেন। (যখন তাঁদের মধ্যে কেউ ইন্তিকাল করেন, তখন আল্লাহ অন্য কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন, অতঃপর) যখন আল্লাহ দুনিয়া ধ্বংস করার ইচ্ছা পোষণ করবেন, তখন সব আবদাল একসাথে ইন্তিকাল করবেন। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৯/২১৫। ইত্তিহাফ, ৬/১১৭। বাগিয়াতুল তলিব ফি তারিখে হালব, ১/১৬৪)

# মাদানী মুযাকারা

## (১) আলা হযরতের একটি পঙক্তির ব্যাখ্যা

**প্রশ্নঃ** এই শেরটির ব্যাখ্যা করে দিন।

জু গদা দেখো লিয়ে জাতা হে তো'ড়া নুর কা
নুর কি সরকার হে কিয়া ইস মে তো'ড়া নুর কা

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৪৫ পৃঃ)

**উত্তরঃ** এই শেরটির মধ্যে দুই স্থানে "তো'ড়া" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয় জায়গায় এর অর্থ আলাদা আলাদা। প্রথম লাইনে "তো'ড়া" শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "টাকার থলে" আগেকার যুগে থলের মধ্যে টাকা রাখা হতো আর গদার অর্থ হলো "ফকির" "ভিক্ষুক।" দ্বিতীয় লাইনে "তো'ড়া" শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "কম"। উদ্দেশ্য যে, যখন কোন ভিক্ষুক রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হতো তিনি তাকে পরিপূর্ণ করে দান করতেন, কেননা তিনি হলেন নূরের দাতা তাঁর মধ্যে কোন কমতি নেই, যেমনটি লাইটের আলো। কেউ যদি এসে এর আলোতে (কিছুক্ষণ) বসে চলে যায় তখন তার আসা ও যাওয়া দ্বারা সেই লাইটের আলোতে কোন কমতি আসে না।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হিঃ)

## (২) নিজের মাতৃভাষায় দোয়া করা কেমন?

**প্রশ্নঃ** নিজের মাতৃভাষায় যেমন আঞ্চলিক ভাষায় কি দোয়া করতে পারবে? নাকি আরবিতেই দোয়া করা হলে দোয়া কবুল হয়?

**উত্তরঃ** দোয়া নিজের ভাষায় করতে পারবে। মানুষ তার মনের ভাব সঠিকভাবে নিজের ভাষায়ই বেশি প্রকাশ করতে পারে, কেননা প্রত্যেক লোক আরবি পারে না। হ্যাঁ কুরআন ও হাদিসে যেসব দোয়া উল্লেখ রয়েছে যেগুলোকে "দোয়ায়ে মাসূরা" বলা হয়, সেগুলোও বরকতের জন্য পড়া উচিত। (মাদানী মুযাকারা, ১৭ মুহররম শরীফ ১৪৪২ হিঃ)

## (৩) কুরবানির মাংস সফর মাসে ব্যবহার করা কেমন?

**প্রশ্নঃ** কুরবানির মাংস কি সফর মাসে ব্যবহার করতে পারবে?

**উত্তরঃ** জি হ্যাঁ! কুরবানির মাংস পুরো বছর ব্যবহার করতে পারবে। এই বিষয়টি আলাদা যে, ডাক্তারদের দৃষ্টিতে মাংস ব্যবহার করার নির্দিষ্ট সময়সীমা ভিন্ন। অনেক ডাক্তার বলে "যেকোন মাংস হোক না কেনো ১০ অথবা ১৫ দিনের মধ্যে খেয়ে নেয়া উচিত।" হতে পারে যে, এই মতটি

শুকনো মাংসের ব্যাপারে নয়, কেননা আগে তো মাংস শুকানো হতো বরং এখনো শুকানো মাংস খাওয়া হয়ে থাকে।

(মাদানী মুযাকারা, ১৭ মুহররম শরীফ ১৪৪২ হিঃ)

## (৪) কাজের সময় শ্রমিকের ঘুমানো কেমন?

**প্রশ্নঃ** যদি কাজের সময় শ্রমিকের ঘুম চলে আসে তাহলে কি বেতন কর্তন করা জরুরী?

**উত্তরঃ** যেই সময়ের চুক্তি করা হয়েছে, সেই সময়ের ভেতর দ্রুত গতিতে কাজ করা জরুরী, অবশ্য সাধারণত এক ঘন্টা বিরতি দেয়া হয়ে থাকে এর মধ্যে খাবারও খেতে পারবে, নামাযও পড়তে পারবে আর যদি সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহলে আরামও করতে পারবে, কিন্তু যদি কাজের মাঝে নিয়মের বাইরে ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে মালিক যদি চায় তবে ক্ষমা করতে পারবে নতুবা মালিক তার কর্মচারীকে জানিয়ে বেতন কাটতে পারবে।

(মাদানী মুযাকারা, ৮ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হিঃ)

## (৫) দোকানে "বাকী চাহিয়া লজ্জা দিবেন না" লিখা কেমন?

**প্রশ্নঃ** কিছু কিছু দোকানে এই বাক্যটি লেখা থাকে "বাকী চাহিয়া লজ্জা দিবেন না" অথবা "বাকী হলো ভালোবাসার কাঁচি" এরূপ করা কেমন?

**উত্তরঃ** এরকম বাক্য লিখা উচিত নয়, ব্যবসার মধ্যে সাধারণত বাকী লেনদেন হয়ে থাকে, হতে পারে এই বাক্যটি যে লিখেছে সেও কাউকে না কাউকে বাকী দেয়। অভাবগ্রস্তকে ঋণ দেয়া ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার এবং উত্তম নৈতিকতার অন্তর্ভূক্ত এবং এই কাজটি সাওয়াব শূন্য নয় আর অভাবী ঋণ নেয়া ব্যক্তিকে ঋণের ব্যাপারে অবকাশ দেয়া ওয়াজিব এবং অবকাশ যে দিবে সে সদকার সাওয়াবও পাবে।

(মাদানী মুযাকারা, ১১ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪২ হিঃ)

## (৬) নামাযে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা কেমন?

**প্রশ্নঃ** নামাযের মধ্যে কি আয়াতুল কুরসী পাঠ করতে পারবে?

**উত্তরঃ** অবশ্যই পড়তে পারবে, কেননা এটাও কুরআনে পাকের অংশ। নামাযে কুরআনে পাক পাঠ করার যেই পদ্ধতি সেই অনুযায়ী পড়তে পারবে। (মাদানী মুযাকারা, ১৪ রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৪৪২ হিঃ)

## (৭) মৃতকে গোসল দেয়ানোর পর তার কানে ও নাকে তুলা দেয়া কেমন?

**প্রশ্নঃ** মৃতকে গোসল করানোর পর তার কানে ও নাকে তুলা রাখা হয়, এটা কি জরুরী?

**উত্তরঃ** বাহারে শরীয়তে রয়েছেঃ (মৃতকে) গোসল করানোর পর যদি নাক ও কান, মুখ এবং অন্যান্য জায়গায় তুলা রাখে তবে অসুবিধা নেই, তবে উত্তম হলো না দেয়া। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮১৬ পৃঃ। মাদানী মুযাকারা, ১৪ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪৫ হিঃ)

## (৮) কুরআনে করীম দেখে পাঠ করা উত্তম

**প্রশ্নঃ** কুরআনে করীম দেখে পড়া উত্তম কেনো?

**উত্তরঃ** কুরআনে করীম দেখে পড়া এজন্য উত্তম, কেননা তা পড়া, দেখা ও হাতে স্পর্শ করাও ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত। (দেখুনঃ বাহারে শরীয়ত, ১/৫৫০ পৃঃ) দেখে পড়ার মধ্যে ভুল হওয়ার আশংখা কম হয়ে থাকে, কেননা মুখস্ত পড়ার ক্ষেত্রে অনেক সময়

মানুষের সন্দেহ হয় এবং কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। এমনকি মানুষের সামনে মুখস্ত পড়ার ক্ষেত্রে লৌকিকতায় পতিত হওয়ার আশংখা রয়েছে, আর মুখস্ত পড়ার তুলনায় দেখে দেখে পড়ার ক্ষেত্রে লৌকিকতার সম্ভাবনা কম থাকে।

(মাদানী মুযাকারা, ২১ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪৫ হিঃ)

## (৯) মরহুম আত্মীয় ও পিতামাতার স্বপ্নে দেখা না দেয়া কি অসন্তুষ্টির লক্ষণ?

**প্রশ্নঃ** মরহুম আত্মীয় ও পিতামাতার স্বপ্নে না আসাটা কি অসন্তুষ্টির লক্ষণ?

**উত্তরঃ** না এটা কোন অসন্তুষ্টির লক্ষণ নয়।

(মাদানী মুযাকারা, ৬ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪৫ হিঃ)

## (১০) নামাযের কোন ওয়াজিব বাদ পড়লো তো কি করবে?

**প্রশ্নঃ** যদি নামাযের মধ্যে কোন ওয়াজিব ছুটে যায়, তাহলে কি করবে?

**উত্তরঃ** যদি নামাযের মধ্যে ভুলে (নামাযের) কোন ওয়াজিব বাদ পড়ে তাহলে শেষে সিজদায়ে সাহু করার দ্বারা নামায শুদ্ধ হয়ে যায়, যদি জেনে বুঝে এমনটি করে তবে সিজদা সাহু দ্বারা নামায শুদ্ধ হবে না বরং নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে।

(দেখুনঃ বাহারে শরীয়ত, ১/৭০৮ পৃঃ। মাদানী মুযাকারা, ১৩ রবিউল আখির শরীফ ১৪৪৫ হিঃ)

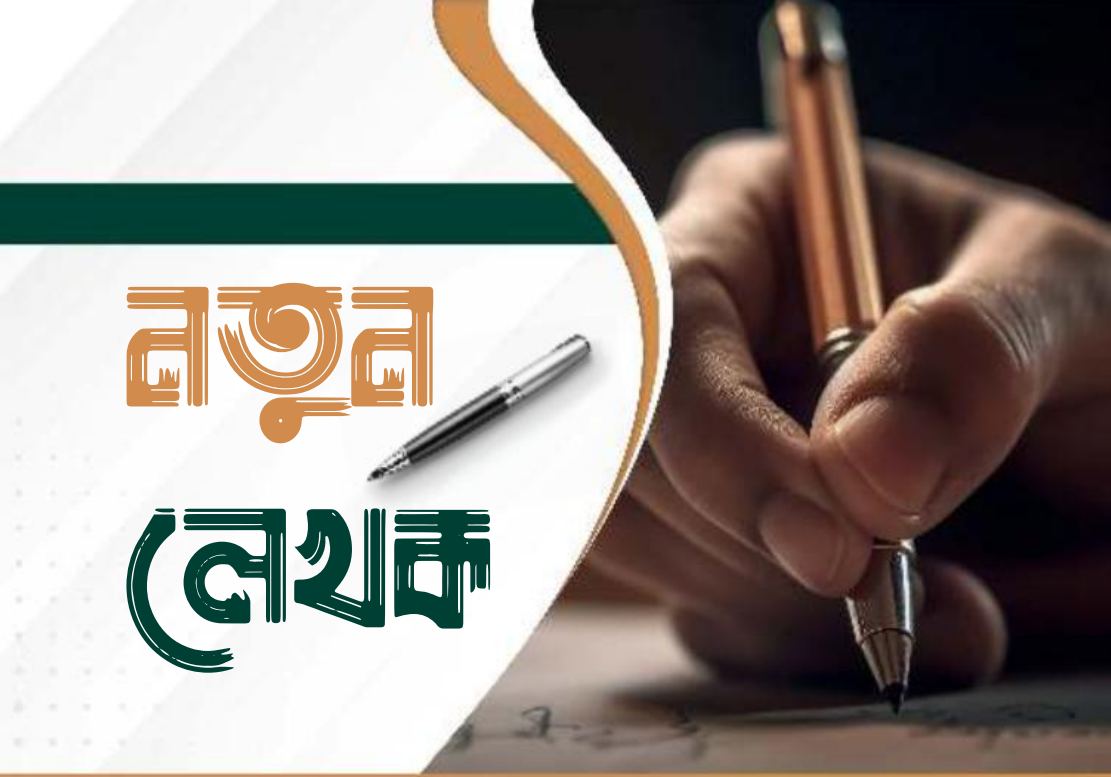

# নতুন লেখক

## হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর কোরআনী উপদেশঃ

**আবু সাওবান আব্দুর রহমান আত্তারী**

(শ্রেনীঃ দরজায়ে দাওরায়ে হাদীস, জামেয়াতুল মদীনা ফয়যানে মদীনা জোহর টাউন, লাহোর)

নসীহতের আভিধানিক অর্থঃ সদুপদেশ, সুপরামর্শ। এরই আরেকটি শব্দ রয়েছে "শিক্ষনীয় কথা"। (ফিরুযুল্লুগাত, পৃঃ ১৪৩০)

নসীহত (উপদেশ) কথার মাধ্যমেও হয়ে থাকে এবং কাজের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। লোকদেরকে আল্লাহ ও রাসুল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় বিষয়ের দিকে আহ্বান করা এবং অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বাচানো আর অন্তরে নম্রতা সৃষ্টি করার এক উত্তম মাধ্যম হলো ওয়াজ ও নসীহত (উপদেশ)। ওয়াজ ও নসীহত ধর্মীয়, চারিত্রিক, রুহানী এবং সামাজিক জীবনের জন্য এমনটাই জরুরী যেমন শরীর খারাপ হয়ে গেলে

ঔষধ জরুরী। এ কারনেই আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তাঁদের সম্প্রদায়কে ওয়াজ ও নসীহত করতেন। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام ও তাঁর সম্প্রদায়কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে নসীহত করেছেন, যেগুলোর আলোচনা কোরআনে পাকের বিভিন্ন জায়গায় করা হয়েছে। সেগুলো থেকে কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

**(১) আল্লাহ পাককে ভয় করার নসীহত:** হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর সম্প্রদায়কে নসীহত করতে গিয়ে বলেন:

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

**কানযুল ঈমানের থেকে অনুবাদ:** সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার হুকুম মান্য করো। (পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫০)

**(২) আল্লাহ পাকের ইবাদত ও সঠিক পথের নসীহত:** কোরআনুল করীমে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর একটি নসীহতের আলোচনা কিছুটা এইভাবে পাওয়া যায়:

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় আমার ও তোমাদের সবার প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ। সুতরাং তারই ইবাদত করো। এটাই হচ্ছে সোজা পথ। (পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫১)

**(৩) শিরকের তিরস্কার করে সেটা থেকে বাঁচার নসীহত:** হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর সম্প্রদায়কে নসীহত করলেন যে, জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই, আল্লাহ পাকের সাথে শিরককারীদের উপর আল্লাহ পাক জান্নাত হারাম ও জাহান্নাম হালাল করে দিয়েছেন। আর এভাবে জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই, যেভাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ قَالَ الْمَسِیْحُ یٰبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّیْ وَ رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ یُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং মসীহতো এটাই বলেছিলো, হে বনী ইস্রাইল! আল্লাহরই ইবাদত করো, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে (কাউকে) শরীক সাব্যস্ত করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম, এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ৭২)

**(৪) ইবাদতের হকদার একমাত্র আল্লাহ পাক:** ইবাদতের হকদার একমাত্র তিনিই হতে পারেন যিনি লাভ ক্ষতি ইত্যাদি প্রতিটা জিনিসের উপর সত্তাগতভাবে ক্ষমতা ও সামর্থ রাখেন। আর যে এমন নয় সে ইবাদতের উপযুক্ত হতে পারেন না। যেমন: হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর কথা কোরআনে পাকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا ؕ وَ اللّٰهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতিত এমন কিছুর ইবাদত করছো যা তোমাদের না ক্ষতি করার মালিক, না উপকারের? এবং আল্লাহই শুনেন, জানেন। (সূরা মায়েদা, আয়াত ৭৬, পারা ৬)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর মোবারক নসীহতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং তাদের সদকায় নেকী করার ও গোনাহ থেকে বাচার তৌফিক দান করুন আর আমাদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরামের ফয়েয দ্বারা সমৃদ্ধ করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

# রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বস্তুর বয়ান দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়াঃ

আলী আকবর
(পঞ্চম শ্রেণী: জামেয়াতুল মদীনা ফয়যানে ফারুকে আযম সাধোকি লাহোর)

তরবিয়তের আভিধানিক অর্থ হলো কাউকে লালন পালন করে পূর্ণতার সীমা পর্যন্ত পৌছে দেওয়া। মানুষকে নিম্নস্তর থেকে বের করে সর্বোচ্চ চূড়ায় বেগবান করা এবং তাকে সামনে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে যে সকল গুণাবলীর প্রয়োজন সেগুলোর পর্যবেক্ষণ করে সফল করানোর নামই হলো তরবিয়ত। হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই পৃথিবীতে তাশরীফ এনেছেন এবং তিনি তাঁর মোবারক বাণীর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সমগ্র বিশ্বের সংশোধন করেছেন। তাঁর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মোবারক ধরন এটাও ছিলো যে, দু'টি বস্তু বর্ননা করে সংশোধন করতেন। এখানে সেই ৫টি ফরমানে মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলোতে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দু'টি জিনিস বর্ণনা করে শিক্ষা দিয়েছেন।

**(১) হিংসা নয় তবে দু'টিতে:** নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন হিংসা নয় তবে দুইজন ব্যাক্তির উপর একজন হলো সেই যাকে আল্লাহ পাক কোরআন শিখিয়েছেন, সে রাত দিন সেটার তিলাওয়াত করে। তার প্রতিবেশী তিলাওয়াত শুনে বলে, হায়! আমাকেও যদি এমনটি দেওয়া হতো যা অমুক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে তবে আমিও তার মতো আমল করতাম। অপর ব্যাক্তি হলো যাকে আল্লাহ পাক সম্পদ দিয়েছেন সে আল্লাহ পাকের রাস্তায় তা খরচ করে, কেউ বলে: হায় ! আমাকেও যদি এমনটি দেওয়া হতো যা অমুক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে তবে আমিও তার মতো খরচ করতাম।

(বুখারী, ৩/৪১০, হাদীস: ৫০২৬ )

**(২) দু'টি অপছন্দনীয় জিনিস:** প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দু'টি জিনিস এমন যা মানুষ অপছন্দ করে। মানুষ মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ মৃত্যু মু'মিনদের জন্য ফিতনা থেকে উত্তম এবং সম্পদ কম হওয়াকে অপছন্দ করে অথচ সম্পদ কম হওয়া হিসাবকে কম করে দিবে। (মিরআতুল মানাজীহ, ৭/৭২)

**(৩)** দু'টি নিয়ামতঃ ফরমানে মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দু'টি জিনিস এমন যেগুলির ব্যাপারে অনেক মানুষ ধোকায় রয়েছে, একটি সুস্থতা আর অপরটি হলো অবসর।

**(৪) আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দনীয় দু'টি চরিত্রঃ** হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আব্দুল কাইস গোত্রের সর্দার কে বললেন, তোমার মধ্যে দু'টি চরিত্র এমন যেগুলি আল্লাহ পাক পছন্দ করেন, সহনশীলতা ও গাম্ভীর্যতা।

(তিরমীযি, ৩/৪০৭, হাদীস: ২০১৮)

**(৫) দু'টি বাক্য জিহ্বার উপর হালকা মীযানের উপর ভারীঃ** সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ দু'টি বাক্য আল্লাহ পাকের নিকট খুবই প্রিয়, এইগুলি জিহ্বার উপর হালকা আর আমলের মীযানে খুবই ভারী। আর সেই দুই বাক্য হলোঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ۔

(বুখারী, ৪/৬০০, হাদীস: ৭৫৬৩)

আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া যে, আমাদেরকে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অনুসারে জীবন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

# মেহমানের হক সমূহ

**মুহাম্মদ আবু বকর আত্তারী**

(সপ্তম শ্রেণী: জামেয়াতুল মদীনা ফয়যানে ফারুকে আযম সাধোকি লাহোর)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যেখানে আল্লাহ পাক জীবন অতিবাহিত করার সকল বিষয়ে মানুষকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং যেখানে অন্যান্য অসংখ্য বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন সেখানে আতিথেয়তাকেও একটি মৌলিক গুণাবলী ও সর্বোত্তম চরিত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর মেহমানের সম্মান, খেদমত ও আপ্যায়ন ইত্যাদির গুরুত্ব মেজবানের উপর তার অবস্থা অনুসারে আবশ্যক করেছে। নিম্নে সেই হক সমূহ থেকে পাঁচটি হক বর্ণনা করা হলো, লক্ষ্য করুনঃ

**(১) হাসিমুখে স্বাগতম জানানোঃ** মেহমানের হকের মধ্যে একটি হলো তাকে হাস্যোজ্জ্বল মুখে স্বাগতম জানানো। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগতম জানানো এবং তাদের সাথে সাক্ষাতের বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। আর প্রতিটি প্রতিনিধি আসা উপলক্ষে তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত সুন্দর

দামী পোষাক পরিধান করে পবিত্র ঘর থেকে বের হতেন এবং তাঁর বিশেষ সাহাবীদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ হুকুম দিতেন যে, সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করে আসো। (সিরাতুল জিনান, ৭/৪৯৮)

**(২) সম্মান প্রদর্শন করা:** মেহমানের হক সমূহের মধ্যে এটাও অর্ন্তভূক্ত রয়েছে যে, তাদের সাথে সম্মানজনক আচরন করা। যেমন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আল্লাহ পাক এবং আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তার উচিত মেহমানকে সম্মান করা। (বুখারী, ৪/১৩৬, হাদীস: ৬১৩৬) উক্ত হাদীসে মোবারকার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যে মেহমানের খেদমত করে না সে কাফির। উদ্দেশ্য হলো, মেহমানের স্বার্থে বিনয়ী হওয়া ঈমানের দাবী ও মুমিনের আলামত।

(দেখুন: মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫২)

**(৩) ভালো খাবার খাওয়ানো:** মেহমানের মৌলিক হক সমূহ থেকে একটা এটাও যে, মেজবান তাঁর অবস্থা অনুসারে উন্নতমানের সুস্বাধু খাবারের ব্যবস্থা করবে। কোরআনে পাকের মধ্যে মর্যাদা সম্পন্ন নবী হযরত ইব্রাহীম عَلَیۡہِ السَّلَام 'র এই (আপ্যায়নের) গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর যখন তাঁর عَلَیۡہِ السَّلَام কাছে ফেরেশতা মানবীয় রূপ ধারন করে তাশরীফ আনলেন তখন তিনি গরুর বাছুরের ভোনা গোস্ত দ্বারা তাঁর আপ্যায়ন করেছেন। (সিরাতুল জিনান, ৪/৪৬৪)

**(৪) আতিথেয়তায় স্বয়ং নিজে শামিল থাকুন এবং খাবারে অংশগ্রহণ করুন:** বাহারে শরীয়তে রয়েছে: মেজবানের উচিত যে, মেহমানের সেবা যত্নে স্বয়ং নিজে শামিল থাকা, খাদিমদের নিকট এই দায়িত্ব অর্পণ না করা, কারন এটা ইব্রাহীম عَلَیۡہِ السَّلَام এর সুন্নাত। যদি মেহমান অল্প হয় তবে মেজবান তাদের সাথে খাবারে বসে যাবে এটাই ভদ্রতা আর যদি মেহমান বেশি হয় তবে তাদের সাথে বসবে না বরং তাদের খেদমত ও আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকবে। (বাহারে শরীয়ত: ৩/৩৯৪)

**(৫) বিদায়ের সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া:** মেজবানের উচিত যে, সে তার মেহমানদের বিদায় দেওয়ার জন্য দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এটা সুন্নাত যে, মেহমানের সাথে দরজা পর্যন্ত যাওয়া।

(ইবনে মাজাহ, ৪/৫২, হাদীস: ৩৩৫৮)

মেহমানকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়াতে তার সম্মান রয়েছে। প্রতিবেশীদের প্রশান্তি রয়েছে যে, তারা বুঝতে পারবে যে, তাদেও কোন প্রিয় আপনজন এসেছে কোন অপরিচিত কেউ আসেনি। এতে আরো অনেক হিকমত রয়েছে: আগমনকারীর ভালোবাসায় দাড়িয়ে যাওয়াও সুন্নাত। (দেখুন: মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৬৭)

দোয়া করি যে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করে সদা সর্বদা মেহমানদের সম্মান করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

# ফাসের সফর

**মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী**

*(দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলীসে শূরার নিগরান)*

**ফাসের দিকে রাওয়ানা:** এরপর আমরা ইন্টারনেটের সাহায্যে রাস্তার পরিচিতি লাভ করে ফাসের (Fes) দিকে সফর রওয়ানা হলাম। সকালে আমরা যথারীতি নাস্তা করিনি আর এখন যোহরের নামায ও দুপুরের খাবার (Lunch) এর ব্যবস্থা করতে হবে। একটা উপযুক্ত জায়গায় যাত্রা বিরতি করে আমরা উভয় কাজটি সারলাম এবং সামনের সফর শুরু করলাম। রাস্তায় একটি জায়গায় কমলার (Orange) বাগান ও বিক্রেতা চোখে পড়লে আমরা তা কিনে খেলাম।

**মালটা ও কমলালেবুর উপকারীতা:** ★ মালটা ও কমলালেবু হলো ভিটামিন সি (Vitamin C) এর ভান্ডার ★ উভয় ফল হৃদরোগ ও ব্লাডপ্রেশার (Blood Pressure) থেকে রক্ষা করে ★ এগুলো খাওয়ার ফলে হজম প্রক্রিয়াতে (Digestive System) উন্নতি আসে ★ জ্বর ও হেপাটাইটিসে (Hepatitis) এর ব্যবহার খুবই উপকারী ★ অন্তর ও মস্তিষ্কে প্রশান্তি দান করে ★ শরীরের পানি শূন্যতা দূর করে। আমরা আসরের নামাযও এই জায়গায় আদায় করলাম। এখানে আমরা জানতে পারলাম যে, রাস্তার ডান পাশে যারহুন শহর (Zerhoun) যেটার আরেক নাম মাওলাই ইদ্রিস (Moulay Idriss)। মারাকিশে এখন অধিকাংশ লোক এই শহরকে মাওলাই ইদ্রিস বলে। এখানে এক পাহাড়ের চূড়ায় হযরত সায়্যিদুনা মাওলাই ইদ্রিস আওয়াল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মাজার মোবারক রয়েছে। আমাদের আসল গন্তব্য তো ফাস ছিলো কিন্তু যেহেতু আমাদের সফরের

মূল উদ্দেশ্যই হলো আউলিয়ায়ে কেরামে মাজারে হাজিরী দেওয়া এই কারনে আমরা আমাদের গাড়ি যারহুন শহরের দিকে ঘুরিয়ে নিলাম।

**জুমার দিন কবুলিয়্যতের মূহুর্ত:** নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জুমার দিন এমন এক মূহুর্ত রয়েছে যদি কোন মুসলমান সেটাকে পেয়ে ওই মূহুর্তে আল্লাহ পাকের কাছে কল্যানের দোয়া করে তবে আল্লাহ পাক তাকে সেটা অবশ্যই দান করবেন আর সে মূহুর্তটা হলো খুবই সংক্ষিপ্ত। (মুসলিম, পৃ: ৩৩০, হাদীস: ১৯৭৩)

দোয়া কবুলিয়্যতের ওই সময়ের ব্যপারে আরেকটি হাদীস নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জুমার দিন যেই সময়ের প্রত্যাশা করা হয় সেটা আসরের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত অন্বেষণ করো। (তিরমীযি, খন্ড: ২, পৃ: ৩০, হাদীস: ৪৮৯)

সদরুশ শরীয়া মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: দোয়া কবুলের মূহুর্তের ব্যপারে দু'টি শক্তিশালি অভিমত রয়েছে: (১) ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য বসা থেকে শুরু করে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত (২) জুমার শেষ মূহুর্ত।

(বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড: ১, পৃ: ৭৫৪)

জুমার দিন সূর্যাস্তের পূর্বে আমাদের কাফেলা যারহুন শহরের দিকে যাত্রারত ছিলো। গাড়ীর ভিতরেই ইসলামী ভাইয়েরা দোয়ার ব্যবস্থা করলো

**হযরত মাওলাই ইদ্রিস আওয়াল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মাজারে হাজেরী:** হযরত মাওলাই ইদ্রিস আওয়াল এর মাজার শরীফও পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। আমরা মাজারে হাজেরী দিলাম এবং মাগরিবের নামায আদায় করলাম। এখানে প্রতি বছর ১২ই রবিউল আওয়াল শরীফে বিশাল আকারে ঈদে মীলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এমনিভাবে প্রতিবছর ২৬ রমযানুল মোবারকে একটি মাহফিলের আয়োজন করা হয় যেখানে বুখারী শরীফের খতম করা হয়। মাজার শরীফের কাছেই ইসলামী ভাইয়েরা কাসীদায়ে বুরদা শরীফ পাঠ করলো এবং সম্মিলিত দোয়ার ব্যবস্থা হলো, তখন অনেক যিয়ারতকারীও সমবেত হয়ে গেলো আর তাদের সাথে সাক্ষাত হলো।

**সংক্ষিপ্ত জীবনী:** হযরত সায়্যিদুনা মাওলাই ইদ্রিস আওয়াল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রপৌত্র। তাঁর বংশধারা হলো এটা: মাওলাই ইদ্রিস আওয়াল বিন আব্দুল্লাহ আল কামিল বিন হাসান মুসান্না বিন ইমাম হাসান বিন মাওলা আলী মুশকিল কুশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين। আব্বাসী খলিফা মুসা আল হাদির শাসনামলে তিনি তাঁর এক বিশ্বস্ত খাদিম রাশেদকে সাথে নিয়ে মিসরে রাওয়ানা হয়েছিলেন এরপর ১৭২ হিজরীতে পশ্চিমা দেশের দিকে হিজরত করেন। এখানকার বরবর গোত্রের সর্দার ইসহাক বিন মুহাম্মদ তাঁকে খুব সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানান এবং এরপর ওই গোত্রের সর্দারের সংগঠন ও প্রচেষ্টায় অন্যান্য গোত্রও তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। ১লা রবিউস সানী ১৭৭ হিজরীতে কেউ তাকে বিষ দিলো যার কারণে তিনি

শাহাদাত বরণ করেন। (আলামু লিম যারকলী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৭৯, খণ্ড ৩, পৃ: ১১) এই পুরো শহরে ইসলাম প্রচারে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনন্য ভূমিকা রয়েছে।

**ফাস শহরের যিয়ারত:** মাগরিবের নামাযের পর আমরা আরেকবার পুনরায় ফাস শহরের দিকে সফর শুরু করলাম। প্রায় দেড় ঘন্টার সফর বাকী ছিলো। রাত হয়ে গিয়েছিল আর রাস্তাও ছিলো পাহাড়ী। ফাসে বাবুল ফুতুহ নামে এক প্রসিদ্ধ কবরস্থান রয়েছে, সেখানে যে আউলিয়ায়ে কেরামদের মাজার রয়েছে তাদের মধ্যে কিছু নাম হলো:

(১) হযরত সায়্যিদুনা কাযী আবু বকর ইবনুল আরবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
(২) হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাসান বিন আলী হিরাযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফুল ফাসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
(৪) হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
(৫) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

**শায়খ আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাজারে হাজিরী:** ফাস পৌছে সরাসরি হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাজারে হাজিরী হলো। আমি তাঁর ব্যাপারে অনেক আগে পড়েছিলাম আর আমার অন্তরে তাঁর প্রতি ভক্তি ও সম্মান ছিলো। হাজিরীর সময় আমি খুশি ছিলাম আর নিজের ভাগ্যের উপর গর্ব করছিলাম যে, আজ আমি কত মহান বুযুর্গের কদমে উপস্থিত হয়েছি। নিঃসন্দেহে এটা ফয়যানে আমীরে আহলে সুন্নাত যে, দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের হযরত শায়খ আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সহ আল্লাহ পাকের সকল ওলীদের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। গাউস ও খাজা দাতা এবং আহমদ রযার প্রতিও এবং প্রত্যেক ওলীর প্রতি ভালোবাসা রয়েছে।

**হযরত শায়খ আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উত্তম আলোচনা:** তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নাম আব্দুল আযীয বিন মাসউদ দাব্বাগ। তিনি হোসাইনি সৈয়্যদ। তাঁর জন্ম মারাকিশ শহরের ফাসে ১০৯৫ হিজরীতে হয়। আর ১১৩২ হিজরীতে ৩৭ বছর বয়সে সেই শহরেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর ছাত্র হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর শায়খের মালফুযাত এবং তাঁর জীবনীর কিছু দিক একটি কিতাবে জমা করেন, যেটার নাম " **আল ইবরিয মিন কালামি সায়্যিদি আব্দুল আযীয**"।

(আলামু লিয যারকালী, খণ্ড ৪, পৃ: ২৮)

**জন্মের সুসংবাদ:** হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পিতা হযরত মাসউদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শায়খ আরবী ফাসতালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছাত্র ছিলেন শায়খ ফাসতালিকে আউলিয়ায়ে কামেলীনদের মধ্যে গণ্য করা হয়। আর তিনি ইলমে ফিকাহ ও ইলমে ক্বিরাতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর একজন ভাগ্নী তাঁর প্রশিক্ষণে ছিলেন যার বিবাহ তিনি তাঁর একজন ছাত্র হযরত মাসউদ দাব্বাগ এর সাথে করিয়ে দেন আর তাদের পরিবারে হযরত

সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম হয়।

**তাঁর সম্মানিতা মায়ের বর্ণনা:** (আমার মামা) শায়খ আরবী ফাসতালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, তোমাদের পরিবারে একটি শিশুর জন্ম হবে যার নাম হবে আব্দুল আযীয আর সে বেলায়তের উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। শায়খ আরবী ফাসতালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে একবার স্বপ্নে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুসংবাদ দিলেন যে, খুব শিঘ্রই তোমার ভাগ্নীর ঘরে একজন মহান ওলীর জন্ম হবে। শায়খ আরজ করলেন: ওই বাচ্চার পিতা কে হবে? রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জবাব দিলেন: তাঁর বাবা হবেন মাসঊদ দাব্বাগ। এই কারণেই শায়খ ফাসতালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ভাগ্নীর বিবাহ তাঁর ছাত্র হযরত মাসঊদ দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে করালেন। (আল ইবরীয, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯-৪১)

**শায়খ ফাসতালির তাবাররুক:** শায়খ আরবী ফাসতালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র এই আশা ছিলো যে, তাঁর জীবদ্দশায় যেনো হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম হয়ে যায়, কিন্তু ১০৯০ হিজরীতে তিনি এই অনুভব করলেন যে, আমার মৃত্যুের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন তিনি তাঁর বাবা মাকে ডেকে বললেন: আমি আল্লাহ পাকের এক আমানত আপনাদের উভয়ের উপর অর্পণ করছি, যখন তোমাদের এখানে আব্দুল আযীযের জন্ম হবে তখন আপনারা এই আমানত তাঁকে দিয়ে দিবেন। এই আমানত কাপড়ের একটি টুকরা এবং জুতা ছিলো। আম্মাজান উভয় জিনিস সযত্নে রেখে দিলেন এর কিছুদিন পর তাঁর জন্ম হলো। যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রাপ্ত বয়স্ক হলেন এবং রমযানুল মোবারকের রোজা রাখলেন তখন ১১০৯ হিজরীতে রমযান মাসে তাঁর আম্মাজানের ওই আমানতের কথা স্মরন এসে গেলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন শায়খ ফাসতালির পক্ষ থেকে পাওয়া কাপড় মাথায় রাখলেন এবং জুতা পরিধান করলেন তখন হঠাৎ তাঁর প্রচন্ড গরম অনুভব হলো এমনকি চোখ থেকে পানি বের হয়ে আসলো এবং শায়খ আরবী ফাসতালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ব্যাপারে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেটার সারমর্ম তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে গেলো যেটার উপর তিনি আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করলেন।

(আল ইবরীয, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১-৪২)

**হযরত আলী বিন হিরাযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাজার শরীফে হাজিরী:** হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল আযীয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাজার শরীফ থেকে বিদায় হয়ে আমরা হযরত আলী বিন হিরাযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাজার শরীফে উপস্থিত হলাম আর সেখান থেকে বিদায় হয়ে ফাস শহরে আমাদের মেজবানের ঘরে গেলাম, যিনি আমাদের সেবা যত্ন আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। এখানে আমরা মারাকিশে দ্বীনি কাজের অগ্রসরের ব্যাপারে মাশওয়ারা করলাম।

সফরের সময় আমীরে আহলে সুন্নাতের বিশেষ শুভদৃষ্টি: আগামীকাল অর্থাৎ ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ শনিবার আমাদের ট্রেনের মাধ্যমে প্রায় সাড়ে ৬য় ঘন্টার সফর করে মরোক্কো (Morocco) শহর মারাকিশে (Marrakesh)

যাওয়ার কথা ছিলো। ট্রেন নির্ধারিত সময়ে ১০ টা ৪০ মিনিটে রওয়ানা হলো এবং পথিমধ্যে বিভিন্ন প্লাট ফর্মে থামতে থাকে। সফরের সময় যোহরের নামাযের সময় শুরু হওয়ার পর এক জায়গায় থামলো তখন আমরা যোহরের নামায আদায় করলাম। পথিমধ্যে দালাইলুল খায়রাত শরীফ পড়ার পাশাপাশি আমীরে আহলে সুন্নাতের আলোচনাও হতে লাগলো। ওই মূহুর্তেই কাফেলার শূরাকাদের একটি ভিডিও বানানো হলো যেখানে দালাইলুল খায়রাত শরীফও পড়ার দৃশ্য ছিলো। এই ভিডিও আমীরে আহলে সুন্নাতকে পাঠানো হলো তখন তাঁর দোয়ার বার্তা আসলো। ওই সময় আমাদের সাথে বিদ্যমান এক ইসলামী ভাই বললো যে, তার ভাইয়ের ক্যান্সার হয়েছে, আমীরে আহলে সুন্নাতের কাছ থেকে দোয়া করিয়ে দিন। তার এই আবেদন আমীরে আহলে সুন্নাতের কাছে পাঠানো হলো তখন ওই মুহূর্তে তাঁর পক্ষ থেকে দোয়ার বার্তা আসলো। আমীরে আহলে সুন্নাতের এই স্নেহভরা ধরন দেখে ওই ইসলামী ভাই খুশিতে আত্মহারা ছিলো, তখন তাকে উৎসাহ দেওয়া হলো যে, এক মুষ্টি দাড়ি রাখার নিয়্যত করে নিন তখন সে সাথে সাথে নিয়্যত করে নিলো। যখন তার এই নিয়্যতের বার্তা আমীরে আহলে সুন্নাতকে পাঠানো হলো তখন দয়ার উপর দয়া এমন হলো যে, তার জন্য নেকীর দাওয়াত ভরা একটি বার্তা আসলো। মাসিক ফয়যানে মদীনার পাঠক বৃন্দ একটু অনুমান করুন যে, এই সফর কতইনা মনোমুগ্ধকর হবে। সফরের সময় অষ্ট্রেলিয়া রিজনের যিম্মাদারদের সংঘঠিত হওয়া সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ভিডিও কলের মাধ্যমে অংশ গ্রহণ এবং অন্যান্য দ্বীনি কাজের ব্যাপারে মুশাওয়ারাতের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল।

**সফরের সময় মাদানী মুযাকারায় অংশ গ্রহণ:** আমাদের এই সফর শনিবার দিন হয়েছিলো আর প্রত্যেক শনিবারে ইশার নামাযের পর আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় মাদানী মুযাকারার ধারাবাহিকতা হয়। যা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে সরাসরি দেখানো হয়। পাকিস্তানের সময় মরোক্কোর ৫ ঘন্টা আগে। মরোক্কোতে যখন আসর এর সময় ঘনিয়ে আসলো তখন পাকিস্তানে ইশার এর পরের সময় ছিলো এই কারণে সফরের সময় মাদানী মুযাকারা দেখার ধারাবাহিকতাও ছিলো। আমাদের ট্রেন যখন মারাকিশ শহরে পৌছলো তখন আমরা স্টেশনেই আসরের নামায আদায় করলাম।

# হযরত সায়িব বিন ইয়াজিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا

আল্লাহ পাকের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে যেই সৌভাগ্যবান শিশু উপস্থিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে হযরত সায়িব বিন ইয়াজিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আসুন! তাঁর শৈশবের সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়ি:

**সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:** হযরত সায়িব বিন ইয়াজিদের জন্ম ২ হিজরীতে হয়েছিল। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের এবং হযরত নুমান বিন বশীরের সমবয়সী ছিলেন। (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২/১৪৪)। তিনি ৭ বছর বয়সে তাঁর পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বিদায় হজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। (তিরমিযী, ২/২৭০, হাদীস: ৯২৬) হযরত সায়িব বিন ইয়াজিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে ২২টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের সময় তাঁর বয়স আনুমানিক ৮ বছর ছিল।

(আল আ'লামু লিল যুরকালী, ৩/৬৮)

**শৈশবের স্মরণীয় ঘটনা:** হযরত সায়িব বিন ইয়াজিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর শৈশবের একটি স্মরণীয় ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমার মনে আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন আমিও অন্যান্য শিশুদের সাথে সানিয়াতুল ওয়াদা পর্যন্ত তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য গিয়েছিলাম।

(বুখারী, ৩/১৫১, হাদীস: ৪৪২৭)

প্রিয় নবী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বরকতের দোয়া করলেন: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমাকে আমার খালা নবী করিম, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার ভাগ্নে অসুস্থ। রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। অতঃপর তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অযু করলেন তখন আমি তাঁর অযুর পানি পান করলাম। এরপর আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে নবুওতের মোহর দেখলাম।

(বুখারী, ১/৮৯, হাদীস: ১৯০)

**মাথার মাঝখানে চুল কালো:** হযরত আতা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত সায়িব বিন ইয়াজিদ

رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মাথার মাঝের অংশের চুল কালো ছিল, আর বাকি মাথা এবং দাড়ির চুল সাদা ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আমার সর্দার! আল্লাহর শপথ! আমি আপনার মাথার মতো কোন মাথা দেখিনি যে, মাথার এই অংশ সাদা এবং এই অংশ কালো। হযরত সায়িব বিন ইয়াজিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: হে আমার বৎস! আমি কি তোমাকে এই বিষয়ে বলবো না? আমি তাঁকে বললাম: কেন নয়, অবশ্যই বলুন। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: শৈশবে আমি শিশুদের সাথে খেলছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার পাশ দিয়ে গমন করলেন, আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সালামের উত্তর দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: তুমি কে? আমি আরয করলাম: আমি সায়িব বিন ইয়াজিদ। রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার মাথায় মমতাময় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমাকে বরকতের দোয়া দ্বারা ধন্য করলেন। আল্লাহর শপথ! এই চুল কখনো সাদা হবে না, সবসময় এমনই থাকবে। (দেখুন: তারিখ ইবনে আসাকির, ২০/১১৫)

**ওফাত:** হযরত সায়িব বিন ইয়াজিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ওফাত ৯৪ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছিল। (তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১/২০৩)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে মাগফিরাত হোক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمُ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

# অক্ষর মিলান

সফরুল মুযাফফর মাসে ইন্তিকালকারী বুযুর্গদের মধ্যে একজনের নাম হলো সুলতান সালাহউদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: ইসলামী বাদশাহদের মধ্যে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর মতো কেউ ছিলো না। (হুসনুল মুহাযেরা, ২/২২৪) সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অধিকহারে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং শুনতেন, ইলম ও ওলামাদের ভালবাসতেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের পক্ষ থেকে ব্যয়কারী অনেক বড় আশিকে রাসূল ছিলেন। তাঁর উত্তম স্বভাবের কারণে আল্লাহ পাক তাঁকে এমন মর্যাদা দিয়েছেন যে, ওলামারা বলেন: সালাহউদ্দীন আইয়ুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কবরের পাশে দোয়া কবুল হয়। (আনাসুল জলিল, ১/৫৪২)

প্রিয় বাচ্চারা! আপনারা উপর থেকে নিচে, ডান থেকে বামে অক্ষর মিলিয়ে পাঁচটি শব্দ খুঁজে বের করবেন, যেমনটি ছকে "আইয়ুবী" শব্দটি খুঁজে বের করা হয়েছে। শব্দগুলো হলো:

(১) ইসলাম (২) কুরআন (৩) ইলম (৪) আল্লাহর পথ (৫) মাদরাসা

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ন | আ | ল্লা | হ | কে | ভা | লো | বা | সু | ন | হ | আ |
| ল | মু | হা | ম্মা | দ | ন | বী | কু | কি | ল | ম্মা | মু |
| থ | ই | লি | শ | আ | ল্লা | হ | র | প | থ | শ | ই |
| র | ল | তা | পা | তা | আ | নো | আ | বা | র | পা | ল |
| ন | ম | শা | আ | ই | য়ু | বী | ন | বী | ন | আ | ম |
| য়া | শা | লি | ক | স | জা | রু | তু | র | য়া | ক | শা |
| দি | নি | তি | মা | লা | ফ | বি | ন | পু | দি | মা | নি |
| গ | ল | মি | ল | ম | রা | দা | ও | রু | গ | ল | ল |
| স্ত | ম | নি | কা | স্ত | মা | দ | রা | সা | স্ত | কা | ম |
| প | নু | জ | ত | ক | সু | ই | রু | না | প | ত | নু |
| ট | লা | গ | য় | মো | দ | ফা | হ | ড় | ট | য় | লা |

# নিজেদের বুযুর্গদের স্মরণ রাখুন

*মাওলানা আবু মাজিদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী*

সফরুল মুযাফফর ইসলামী বছরের দ্বিতীয় মাস। এতে যেসব সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে এজাম ও ওলামায়ে ইসলামের ওফাত অথবা ওরস রয়েছে, এদের মধ্য হতে ৮১ জনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা "মাসিক ফয়যানে মদীনা" সফরুল মুযাফফর ১৪৩৯ হিজরী থেকে ১৪৪৪ হিজরীর সংখ্যাগুলোতে করা হয়েছে এআর আরও ১২ জনের পরিচিতি লক্ষ্য করুন:

**সাহাবায়ে কেরাম** عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان: (১) হযরত আবু লায়লা আউসী আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বদর যুদ্ধ ব্যতীত ইসলামের সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, পরবর্তীতে কূফায় ইন্তিকাল করেন, হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, তাঁর শাহাদাত সিফফিনের যুদ্ধে (সফর ৩৭ হিঃ) হয়েছে।[১] (২) হযরত হাশিম বিন ওতবা কুরাইশী যুহরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াককাসের ভাতিজা ছিলেন, মক্কা বিজয়ের দিন ঈমান আনয়ন করেন এবং অনেক যুদ্ধ বিশেষকরে ইয়ারমুক, কাদিসিয়া ও জালুলায় মহান খেদমত প্রদান করেছেন, তিনি কুরাইশের বাহাদুর ও সম্মানীত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, সিফফিনের যুদ্ধে (সফর ৩৭ হিঃ) তিনি হযরত আলীর পতাকাবাহী সৈন্য ছিলেন, এতেই তুমুল যুদ্ধ করতে করতে তিনি শহীদ হন।[২]

**আউলিয়ায়ে কেরাম** رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ: (৩) খানকায়ে মিনাইয়া লখনোবীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাখদুম শাহ মিনা শায়খ নিযাম উদ্দীন মুহাম্মদ চিশতি رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর বেলাদত একজন সিদ্দিকি সুফি বংশে হয় এবং ২৩ সফর ৮৮৪ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন। তিনি মাদারজাত ওলি, ইলমে আকলিয়া ও নকলিয়ায় পারদর্শি,

১ আল আসাবিয়া ফি তামিযিস সাহাবা, ৭/২৯২ পৃ:

২ আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬/৪০৪-৪০৫ পৃ:। আল ইস্তিয়াব ফি মা'রিফাতিল ইসহাব, ৪/১০৭ পৃ:

মুযাহাদার অধিকারী, দুনিয়াত্যাগী, যুগের কুতব, সিলসিলায়ে চিশতিয়া নিযামিয়ার প্রসিদ্ধ শায়খে তরিকত, ইলমে শরীয়ত ও রুহানীয়তের অধিকারী এবং ওলামা ও সাধারণ জনগণের মাথার মুকুট ছিলেন।[৩] (৪) প্রসিদ্ধ ওলি শাহ রাজিন হযরত শায়খ মাহমুদ চিশতি গুজরাটি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক সুফি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সম্মানীত পিতা সিলসিলা চিশতিয়ায়ে নিযামিয়ার শায়খে তরিকত ছিলেন, তিনি তাঁর মুরিদ ও খলিফা ছিলেন, গুজরাটবাসীরা তাঁর থেকে জাহিরি ও বাতেনী ফয়েয অর্জন করেছে। ২২ সফর ৯০০ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন। তাঁর বরকতময় নূরানী মাযার ভারতের পীরান পাটন, গুজরাটে অবস্থিত।[৪] (৫) কুতবুল কবির হযরত শায়খ আব্দুর রাজ্জাক হামাভী গিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সিরিয়ার হামায় বিদ্যমান খানদানে গাউসে আযমের উজ্জ্বল নক্ষত্র, শায়খুল মাশায়িখ, সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার শায়খে তরিকত, সাধারণ ও বিশেষ লোকদের মাঝে গ্রহনীয়, আলেপ্পো, দামেস্ক ও ত্রিপোলি ইত্যাদিতে অধিক সফরকারী ছিলেন, তিনি ৬ সফর ৯০১ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, তাঁর দাদার মাযারের সাথে (বাবুন নাউরা হামাতে) তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৫] (৬) ওলিয়ে কামিল হযরত খাজা মুহাম্মদ ইসহাক কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পাকড়ী শরীফ ভারতের এক সুফি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০ সফর ১০১০ হিজরীতে কুমিয়ানা কুন্দল (ফতেহপুরের নিকটবর্তী) গুজরাট পাকিস্তানে ওফাত লাভ করেন, তিনি সিলসিলায়ে কাদেরীয়ার শায়খে তরিকত, সাহিবে মুযাহাদা ও মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন।[৬] (৭) সায়্যিদুল আশেকীন হযরত বাবা বুল্লে শাহ সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ জিলানী কাদেরী শাত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১০৬১ হিজরীতে উচ শরীফ (আহমদপুর শারকিয়া, জিলা বাহওয়ালপুর) পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬ সফর ১১৮১ হিজরিতে ওফাত লাভ করেন, মাযার শরীফ (পাঞ্জাব) পাকিস্তানে অবস্থিত। তিনি আমলদার আলিম, ওলিয়ে কামিল ও প্রসিদ্ধ সুফি পাঞ্জাবী শায়ের ছিলেন।[৭] (৮) নক্সবন্দি বুযুর্গ হযরত আল্লামা নঈমুল্লাহ বাহরাইছী নক্সবন্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১১৫৩ হিজরীতে বাহরাইছ জেলার মৌজা ভাদওয়ানীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫ সফরুল মুযাফফর ১২১৮ হিজরীতে বাহরাইছে নামাযরত অবস্থায় ওফাত গ্রহন করেন। তিনি প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন, শায়খে তরিকত ও কিতাব লিখক ছিলেন। বাহরাইছ ও লখনৌবীতে শিক্ষা ও পাঠদান এবং নসিহত ও পথপ্রদর্শন কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাঁর লিখিত অসংখ্য কিতাবের মধ্যে সাধারণত মুজাহারিয়া, বাশারাতে মুজাহারিয়া ও রিসালায়ে দার আহওয়ালে খুদও প্রসিদ্ধ রয়েছে।[৮]

---

৩ খযিনাতুল আসফিয়া, ২/২৯৭ থেকে ২৯৯ পৃঃ। কিতাবী সিলসিলা: ১০, সুলতানুল মাশায়িখ নম্বর, ৪০৯ পৃঃ

৪ তাযকিরাতুল আনসাব, ৮৩ পৃঃ

৫ ইত্তেহাফুল আকাবির, ৪০১ পৃঃ

৬ ইনসাইক্লোপিডিয়া আউলিয়ায়ে কেরাম, ১/১৪৭ পৃঃ

৭ তথযকেনে বাবা বেলহে শাহ, ৩ পৃঃ। উর্দু দায়িরা মাআরিফে ইসলামিয়া, ৪/৪৫০ পৃঃ

৮ তারিখে মাশায়িখে নক্সবন্দী আয আল্লামা নফিস আহমদ মিসবাহী, ৬৯৬ থেকে ৭০২ পৃঃ

**ওলামায়ে কেরাম** رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام: (৯) শারফুল মিল্লাত ওয়াদ দ্বীন হযরত শায়খ আব্দুর রহীম সিদ্দিকি জুরহী শিরাযী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পূর্বপুরুষদের সম্পর্ক কাযরোনের নিকটবর্তী (সুবা ফারিস, ইরান) এর সাথে। তিনি ৩ সফর ৭৪৪ হিজরীতে শেরায (ইরানে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭ সফর ৮২৮ হিজরীতে লার (Lar, সুবা ফারিস, ইরান) এ ওফাত গ্রহন করেন। হিফযে কুরআন শেষ করার পর তিনি আরব ও অনারবে অনেক ওলামাদের কাছ থেকে ফয়েয অর্জন করেন, তিনি মুহাদ্দিস, বক্তা, তাসাউফের অধিকারী ও কাছিরুল ফয়েয বুযুর্গ ছিলেন, শেরায, ইরাক, মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের ওলামায়ে কেরাম তাঁর কাছ থেকে ফয়েয অর্জন করেন, তিনি ইবাদত ও তিলাওয়াতে বেশি লিপ্ত থাকতেন, নফল রোযা পালন করতেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার প্রতি যত্নবান ছিলেন।[৯] (১০) হিসামুল মিল্লাত ওয়াদ দ্বীন হযরত ইমাম আবু মুহাম্মদ হাসান বিন মুহাম্মদ বিন আইয়ুব শরীফুন নিসাবা হাসানী হোসাইনী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কায়রো মিসরে ৭৬৭ হিজরীর শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন, হিফযে কুরআনের পর মিসর, ওলামায়ে হারামাইন ও ওলামায়ে সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দস থেকে ইসলামের ইলম অর্জন করেন, শিক্ষা জীবন থেকে অবসর হওয়ার পর ইস্কান্দারিয়া শহরে পাঠদান ও লিখনীর কাজে লিপ্ত হয়ে যান, অনেকে তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হয়েছেন, তিনি ছিলেন ফকিহ ও অভিজ্ঞ, ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ, বিনয়ী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং বিশেষ ও সাধারণ লোকদের নিকট গ্রহণীয় ব্যক্তি। সফরের শুরুতে ৮৬৬ হিজরী ওফাত গ্রহণ করেন, বাবুন নাসরের (কায়রো, মিসর) বাইরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১০] (১১) শামসুল ওলামা হযরত মাওলানা খাজা মাকবুল আহমদ শাহ কাশ্মিরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩১৩ হিজরীতে কাশ্মিরের বারামুল্লা জেলার টঙ্গীভিচে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫ সফর ১৩৯০ হিজরীতে ওফাত গ্রহণ করেন, মাযার মুবারক ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের ধারওয়ারের হাঙ্গল শহরের মহল্লায় অবস্থিত। তিনি মাদরাসায়ে নঈমীয়া, জামিয়াতুল আযহার ও বেরেলী শরীফে ইমাম আহমদ রযা থেকে ফয়েয প্রাপ্ত হন, তিনি আলিমে দ্বীন, শায়খে তরিকত ও মুসলিহে উম্মত ছিলেন।[১১] (১২) মুসান্নিফে কুতবে কছির হযরত আল্লামা ওলিউল্লাহ ফেরেঙ্গী মুহলি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১১৮৬ হিজরী মোতাবেক ১৭৬৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি সফর মাসে ১২৭১ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৩ খিষ্টাব্দে ওফাত গ্রহণ করেন। তিনি ইলমী দিক দিয়ে উন্নতীর শিখরে সমাশিন ছিলেন, দুনিয়াবি সম্পদের দিক দিয়েও শক্তিশালী ছিলেন। পুরোটা জীবন শিক্ষা ও পাঠদান এবং লিখনী ও সংকলনের কাজে কাটিয়েছেন, ফারসি ভাষায় তাফসীরে কুরআনসহ ২০টি রচনা সংকলন করেছেন।[১২]

৯ আয যুইল আমআ লি আহলিল কুরুনিস তাসি, ৪/১৮০, ১৮১ পৃ:

১০ হিদায়াতুল আরেফীন, ১/২৮৬ পৃ:। আয যুইল আমআ লি আহলিল কুরুনিল তাসি, ৩/১২১ পৃ:

১১ তাযকিরা সৈয়দ মাকবুল আহমদ শাহ কাশ্মিরি, ৫৯ পৃ:

১২ মুমতাযু ওলামায়ে ফেরেঙ্গী মহল, ১১৮ থেকে ১২১ পৃ:

পিতামাতার প্রতি

# শিশুদের মধ্যে স্ক্রীনের প্রতি বৃদ্ধি পাওয়া প্রবণতা

*ডক্টর জহুর আহমদ দানিশ আত্তারী মাদানী*

আধুনিক যুগের নতুন প্রযুক্তি যেভাবে মানুষের জন্য সহজতা সৃষ্টি করেছে তেমনি মানব জীবনে নেতিবাচক প্রভাবও ফেলেছে। কিন্তু এখানে আমরা প্রযুক্তির খারাপ দিকগুলোর পরিবর্তে অবশ্য নিজের সন্তানদের স্ক্রীনের যাদু থেকে বের করার পদ্ধতি বলবো।

বর্তমান পিতামাতা ও সন্তাদের মাঝে অনেক দূরত্ব এসে গেছে, বাচ্চারা মোবাইল ও ল্যাপটপ, ইন্টারনেটের জগতের প্রতি এতো বেশি আসক্ত হয়ে গেছে যে, তাদের কাছে পিতামাতার জন্য কোন সময়ই নেই এবং পিতামাতারাও দায়িত্বহীনতার প্রমাণ দিয়ে তাদের হাতে স্ক্রীন তুলে দিয়েছে। সুতরাং যখন সন্তান হাতের বাইরে চলে যায় তখন মাথায় হাত রেখে পিতামাতারা প্রযুক্তির হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর পদ্ধতি খুঁজে বেড়ায়।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন টিপস দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে আপনারা কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সহিত এই সমস্যা থেকে বের হতে পারবেন। আসুন সেই টিপসগুলো জেনে নিই:

## (১) সীমা নির্ধারণ করুন (Set Limits):

বর্তমান সময়ে স্ক্রীনের ব্যবহার তো একটি প্রয়োজনের রুপ ধারণ করেছে। সুতরাং এখন আপনি আপনার সন্তানদেরকে সম্পূর্ণভাবে তা ব্যবহার করা থেকে তো নিষেধ করতে পারবেন না। অতএব এর উত্তম সমাধান হলো; আপনি কিছু সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে সন্তানদের জানিয়ে দিন যে, বাবা এভাবে এভাবে আপনারা এগুলো ব্যবহার করবেন, এছাড়া আপনাদের আর কোন কাজ নেই। এসব শর্তগুলো স্থায়ীভাবে বাস্তবায়ন করুন এবং নিশ্চিত করুন।

### দৃষ্টান্ত হোন:

ছোটরা সাধারণত বড়দের কার্যাদি দেখে অনুকরন করে থাকে, এজন্য নিজেদের স্ক্রীন ব্যবহারের দিকে খেয়াল রাখুন। নিজেদের স্ক্রীনের সময় নির্ধারণ করে পড়ার, ব্যস্ততা অথবা বাহিরে

সময় ব্যয় করা ইত্যাদি কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা তাদের জন্য যেনো একটি উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়। যাতে বাচ্চারাও আপনাদের দেখে দেখে ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যাপারে টাইম টেবিল নির্ধারণ করতে পারে।

### একটি জায়গা নির্ধারন করুন:

আপনার ঘরের প্রতিটি কক্ষে ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার কখনো করবেন না। এই অভ্যাসের কারণে বাচ্চারাও স্ক্রীন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাহসী হয়ে উঠবে আর তারাও প্রত্যেক জায়গায় মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহারে দ্বিধা করবে না। সুতরাং এটার জন্য ঘর নির্ধারণ করে নিন, যেখানে আপনার ডকুমেন্টস ও ইন্টারনেট সম্পর্কিত কাজ করতে পারেন। এর উপকারিতা হবে যে, বাচ্চারা সবসময় মোবাইল নিয়ে চলাফেরা করবে না। পরিবারের লোকদের সামনে সামনি আলাপ আলোচনার প্রচলন করুন, তখন কেউ স্ক্রীন দেখবেন না।

### বিকল্প কার্যক্রমের ব্যবস্থা করুন:

স্ক্রীন ব্যবহারের সময় পরিবর্তন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যস্ত করুন, যেমন আর্ট ও কারুশিল্প, খেলা, বোর্ড গেমস অথবা খেলাধূলা। বাচ্চাদের উৎসাহিত করুন যেনো তারা উপভোগ করে এমন কার্যাদি খুঁজে নেয়।

### সময় নির্ধারণ করুন:

দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করুন। যখন স্ক্রীনের সময়সীমা শেষ হয় তখন বাচ্চারা যেনো কোনভাবে তা ব্যবহার না করে, যেমন খাওয়ার সময়, ঘুমানোর পূর্বে অথবা পারিবারিক কার্যকলাপ চলাকালীন সময়ে। তখন নিজের সন্তানদের সাথে বন্ধন ও পরিবারের লোকদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করতে ব্যবহার করুন।

### শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু নির্ধারণ করুন:

যখন বাচ্চারা স্ক্রীনে মগ্ন থাকে তখন তাদের উৎসাহিত করুন যেনো তারা শিক্ষনীয় ও বয়সের উপযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত থাকে। এরূপ অ্যাপস, গেমস ও অডিওর সন্ধান করুন, যা শিক্ষনীয়, চারিত্রিক সংশোধন ও গভীর চিন্তাভাবনায় পারদর্শি করে তুলে, যাতে বাচ্চাদের প্রফেশন্যাল দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ হয়।

### প্রাণ খুলে কথা বলুন:

নিজের সন্তানদের সাথে স্ক্রীনের সময়কে অন্যান্য কার্যাদির সাথে তুলনা করার গুরুত্বের ব্যাপারে আলোচনা করুন। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি স্ক্রীন ব্যবহার করার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে অনুধাবন করতে তাদের সাহায্য করুন, যেমন দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হওয়া, মস্তিষ্কের খারাপ প্রভাবের মতো আরও অনেক ক্ষতি সম্পর্কে তাদের অবগত করুন।

### স্ক্রীন মুক্ত বেডটাইম রুটিন কার্যকর করুন:

ঘুমানোর সময়ের একটি আরামদায়ক রুটিন বানান, যাতে স্ক্রীন অন্তর্ভূক্ত থাকবে না। বাচ্চাদেরকে ঘুমানোর পূর্বে আরাম করার ও

ঘুমের পরিমাণ উত্তম করার জন্য পড়ার, তিলাওয়াত ও নাত শোনার, কাহিনী শোনানোর, কুইজ প্রতিযোগিতা করা ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করুন।

## মনিটরিং ও জিজ্ঞাসাবাদঃ

নিজের সন্তানদের স্ক্রীন ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখুন আর যদি প্রয়োজন হয় তবে হস্তক্ষেপ করুন। স্ক্রীন টাইম ট্র্যাক করতে ও অপ্রত্যাশিত বিষয় পর্যন্ত পৌছানো থেকে আটকাতে পেরেন্ট কন্ট্রোলস ও মনিটরিং অ্যাপস ব্যবহার করুন। এসব কৌশল স্থায়ীভাবে বাস্তবায়ন করুন এবং একটি সহযোগি পরিবেশ বাস্তবায়ন করায়, আপনি আপনার সন্তানদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি স্ক্রীন ব্যবহার প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্ক্রীন ব্যবহারের অভ্যাস সৃষ্টি করতে সাহায্য করতে পারেন

আমরা আশা যে, অভিভাবকরা এই টিপসগুলোর উপর আমল করে নিজের সন্তানদের স্ক্রীনের অপব্যবহার করা থেকে বাঁচাতে পারবে, আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদের সন্তানদের ভালো প্রশিক্ষণ দেয়ার তাওফিক দান করো এবং আমাদের সন্তানদের নেককার বানিয়ে দাও

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

# মাকতাবাতুল মদীনায়

## পাওয়া যাচ্ছে

# মিনহাজুল আবেদীন

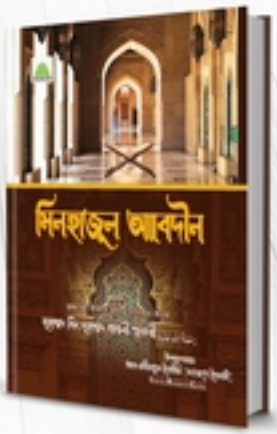




## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৭৩৪-১১২৭২৬

ঢাকা শাখা: ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

চট্টগ্রাম শাখা: আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৬৫৮০৩৫৭৯

কুমিল্লা শাখা: কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৫৪৭৮১৫২৬

সৈয়দপুর শাখা: পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ সংলগ্ন, সৈয়দপুর, নীলফামারী। ০১৭৮১৮৪২০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net

01180626